CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 January, 2023 ■ আগরতলা ১৩ জানুয়ারী, ২০২৩ইং ■ ২৮ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বৃহস্পতিবার আগরতলায় উমাকান্ত একাডেমির মাঠে জন বিশ্বাস যাত্রার সমপ্তি অনুষ্ঠানে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা সহ দলের রাজ্য নেতৃত্বরা। ছবি নিজস্ব।

কংগ্রেস ও বাম জমানার ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা দিলেন নাড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারী।। আলোর মজা নিতে হলে অন্ধকারকে চিনতে হবে। তাই, আলোর মজা নেওয়া জন্য বিজেপিকে ক্ষমতায় রাখতে হবে। আজ জন বিশ্বাস যাত্রার সমাপনীতে আয়োজিত জনসভায় কংগ্রেস ও বাম জমানার ভয়াবহ পরিস্থিতির পরিবর্তনের তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে একথা বলেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা। তাই তাঁর আবেদন, কংগ্রেস ও সিপিএমের নেতাদের বিশ্রাম করতে দিন। বিজেপির নেতাদের ত্রিপুরার উন্নয়নের দায়িত্ব দিন।

প্রসঙ্গত, গত ৫ জানুয়ারি উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে বিজেপির রথ যাত্রার সূচনা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। আজ ওই রথ যাত্রার সমাপ্তি হয়েছে। এই আট দিনে ওই রথ আট জেলা পরিক্রমা করেছে। এই সময়ে ২০০ জনসভা, ১০০ পথ সভা এবং ৫০টি পদযাত্রায় ওই রথ সামিল হয়েছে।

আজ রথ যাত্রার সমাপনীতে বিজেপি সর্ব ভারতীয় সভাপতি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরাকে হীরা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বর্তমানে ডা: মানিক সাহা ত্রিপুরাকে হীরা-মানিক মডেল দিয়েছেন। আজকের জনসভায় বিশাল সংখ্যায় মানুষের উপস্থিতি তা প্রমাণ করেছে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরা উন্নয়নের নতুন কাহিনী লেখছে। আগরতলা রেল স্টেশনের সৌন্দর্যায়ন, মেডিকেল কলেজের নতুন ভবন, সাতটি জাতীয় সড়ক নির্মাণ, রাজধানী ও জনশতাব্দী এক্সপ্রেস এবং ব্রু সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। তাঁর মতে, অন্ধকারের প্রতি মনোযোগ দিয়ে আলোর মাহাত্ম না বোঝলে রাজনীতিতে প্রচন্ড ক্ষতি হবে। এক্ষেত্রে বিজেপিকে মনে রাখতে হলে বাম জমানার শাসনও ভুলে গেলে হবে না।

তিনি এদিন সকলকে বাম জমানায় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি মনে করিয়েছেন। সিপিএম ক্যাডারদের সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। সাথে তিনি জোর গলায় দাবি করেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত একটিও রাজনৈতিক খুনের ঘটনা ঘটেনি।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় এখন চিকিৎসার জন্য অন্য রাজ্যে যেতে হয় না। বাম জমানায় রেগা প্রকল্পে অগুনিত দুর্নীতি হয়েছে। বর্তমান সরকারের দৌলতে রেগার মজুরি সোজা একাউন্ট-এ পৌছে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, সিপিএমের নেতারা দুর্নীতির শিক্ষাদানে অভিজ্ঞ। তাই, দুর্নীতির জন্য ত্রিপুরার পরিচিতি ছিল। তিনি বলেন, পরিবর্তীত ত্রিপুরা দুর্নীতির থেকে মুক্ত হয়েছে। তার বদলে উন্নয়ন গতি পেয়েছে।

তাঁর সাফ কথা, আলোর মজা নিতে হলে অন্ধকারকে চিনতে হবে। তাই, আলোর মজা পেতে বিজেপিকে সুযোগ দিন। তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন, সিপিএম এবং কংগ্রেসের নেতাদের বিশ্রাম করতে দিন। তার বদলে বিজেপির নেতাদের কাঁধে ত্রিপুরার উন্নয়নের দায়িত্ব তুলে দিন।

এদিন, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি কেন্দ্রে মোদী সরকারের সাফল্যের বিবরণী তুলে ধরেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়ানোই অনেকের স্বভাব

কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে প্রশ্ন উঠায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কড়া জবাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারী।। তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে ইতিমধ্যেই একশ কোম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছে। আরও একশ কোম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনী কমিশন রাজ্যে মোতায়েন করবে। তা নিয়ে সম্প্রতি বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার কমিশনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এই বিষয়ে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার কিছুটা বিরক্ত হয়ে জবাব দেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়ানো অনেকের স্বভাব। মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করাই কমিশনের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে কোন গাফিলতি এবং অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। ছবি নিজস্ব।

ত্রিপুরায় নির্বাচনে অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে সমৃদ্ধ হয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাই, আগামী বিধানসভা নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করবই, ত্রিপুরা সফরে এসে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ়তার সাথে আশ্বস্ত করলেন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনে পরিস্থিতি রয়েছে। এই পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য নির্বাচনের সাথে যুক্ত সকলকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্দেশ্য খোঁজা অনেকের স্বভাব। তবে, শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্যই সমস্ত আয়োজন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে মানুষের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করাই উদ্দেশ্য। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলের নীচে ঝাঁপ দিয়ে মহিলা আত্মঘাতী সাব্রুমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারী।। রেল লাইনে ঝাপ দিয়ে পঞ্চাশোর্ধ মহিলা আত্মহত্যা করেছেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় সাব্রুমের থাইবোং এলাকায় ওই ঘটনায় মহিলার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, মানসিক অবসাদ থেকেই তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল আটটা নাগাদ আগরতলাগামী ট্রেনের নীচে ঝাপ দিয়ে সাব্রুমের মাগুরছড়া এলাকার বাসিন্দা কাজল দেবনাথ(৫২) আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভূগছিলেন তিনি। সম্প্রতি দীনামাটিলা মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে চিকিতার জন্য আজ ওঝার কাছে নেওয়া হয়েছিল। হটাৎ তিনি দৌড়ে রেল লাইনে ঝাপ দেন। ওই সময় আগরতলাগামী ট্রেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অগ্নিদগ্ধ আশাকর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারী।। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় আশা কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের ধারণা, আগুন লাগার ফলে মৃত্যু হয়েছে ওই মহিলার। তবে এলাকাবাসীর মতে, ওই আশা কর্মী আত্মাহত্যা করছেন। কারন, দীর্ঘদিন যাবৎ পরিবারের আর্থিক অনটন তাঁকে মানসিক ভাবে অসুস্থ করে তুলেছিল।

বৃহস্পতিবার সাত সকালে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় জলাবাসা এলাকার পুর্ব রৌয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ড এলাকায় বাসিন্দা মিনতি দাসের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রতিদিনের মতো আজও প্রাত:ভ্রমনে বের হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অনেকটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তিনি বাড়ি ফিরে আসেননি। তাঁর বড় মেয়ে জল আনতে গিয়ে জঙ্গলে এক মহিলার শরীরে আগুন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারী।। আগামীকাল একদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এবং ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি সকাল সাড়ে আটটায় আগরতলা বিমান বন্দরে আসবেন।

তারপর তিনি সকাল সাড়ে নয়টায় আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে যুব সংবাদ শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। তারপর তিনি চলে যাবেন উদয়পুরে রাজর্ষী অডিটরিয়ামে। সেখানে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। বিকাল পৌণে তিনটা নাগাদ বিমানে রাজ্য ত্যাগ করবেন বলে জানা গিয়েছে।

উকিল পরিচয় দিয়ে ছয় লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালংকার চুরি, গ্রেপ্তার প্রতারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারী।। চুরির ঘটনায় উকিল নামধারী এক প্রতারককে আটক করেছে পুলিশ। বিশ্বজিৎ দেবনাথ নামে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ছয় লক্ষাধিক টাকার সোনা গয়না উদ্ধার করা হয়েছে। অভিনব কায়দায় শোনা গয়না চুরি পরে অবশ্য সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল প্রতারক।

তার নাম বিশ্বজিৎ দেবনাথ। বাড়ি রামনগর এলাকায়। জানা যায় গত ১৬ই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন এলাকার সঞ্জয় সাহার বাড়িতে উকিল পরিচয় দিয়ে বিশ্বজিৎ দেবনাথ নামে ওই ব্যক্তি গিয়েছিলেন। পরিবারের লোকজনদের অলক্ষে ওই বাড়ি থেকে প্রায় ছয় লক্ষ টাকার সোনা গয়না চুরি করে নিয়ে যায় ওই ভুয়ো উকিল। এ ব্যাপারে বাড়ির মালিক সঞ্জয় সাহা আগরতলা পূর্ব থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। চুরির ঘটনার পর থেকেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকমাঘাটে আগুনে পুড়ল সাতটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জানুয়ারী।। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মিভূত হয়ে গেল ৭টি দোকান। ঘটনা বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাট বাজার সংলগ্ন এলাকায়। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মিভূত হয়ে গেল ৭ টি দোকান। তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীর কর্মী ও সি.আর.পি.এফ ৭১ নং বাহিনীর সি কোম্পানির জওয়ানরা দীর্ঘ প্রচেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় চাকমাঘাট এলাকার ব্যবসায়ি বিশাল রঞ্জন সরকার তার দোকানে অবৈধ ভাবে পেট্রোল মজুত করে বিক্রয় করে। এইদিন অবৈধ ভাবে মজুত করে রাখা পেট্রোল থেকে অগ্নিসংযোগ ঘটে। আগুনের লেলিহান শিখা দেখার পর বাজারের ব্যবসায়ীরা দমকল বাহিনীর কর্মীদের খবর দেয়।

দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমের সাথে জোট নিয়ে আলোচনা চলছে ঃ ওয়াসনিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারী।। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং রাজ্যসভার সাংসদ মুকুল ওয়াসনিক বৃহস্পতিবার ভারতীয় জনতা পার্টিকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারগুলিকে 'ধ্বংস করার ট্র্যাক রেকর্ড' দেওয়া ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য একটি সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, যে কংগ্রেস এমন একটি জোট নিয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবেশ করতে আগ্রহী যা বিজেপিকে প্রত্যাবর্তন থেকে আটকাতে পারে।

তিনি বলেন, বিজেপি শুধুমাত্র আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ নয়। এই দলটি ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। তারা বহুমত পান বা না পান, তারা তাদের সরকার গঠনের চেষ্টা করেন। তারা বিজয়ী হলে তারা ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে সরকার গঠন করে এবং যদি তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলকে ধ্বংস করতে লিপ্ত হয়। সুতরাং, গণতন্ত্রের সামনে তারাই আসল চ্যালেঞ্জ।

ওয়াসনিকের নেতৃত্বে তিন সদস্যের পর্যবেক্ষক দল বৃহস্পতিবার ত্রিপুরায় পৌঁছে কংগ্রেস ভবনে একাধিক বৈঠক করেছে। দলের নির্বাচন প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে অটোর ধাক্কায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ জানুয়ারী।। কীর্তন থেকে বাড়ি ফেরার পথে অটোর ধাক্কায় গুরতর আহত হয়েছেন দুই জন। ওই অটোর চালকও গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের আইজিএম হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বুধবার গভীর রাতে কীর্তন থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিশালগড় রাস্তার মাথা বন্ধন ব্যাংকের সামনে একটি অটো রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাক তিনজনকে ধাক্কা মারে। তাতে দুলাল দাস, কেশব দাস এবং অটো চালক গৌর দেববর্মা গুরুতর আহত হয়েছেন। ওই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থেকে দমকল বাহিনী ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত তিনজনের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাঁদের আইজিএম হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অটো চালক গৌর দেববর্মা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। আহতদের পরিবারের সদ্যসরা অটো চালককে হাসপাতালের ভিতরে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

জওহরনগরে জেসিবির সাথে ধাক্কা ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসের, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১২ জানুয়ারী।। ত্রিপুরায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে ত্রিপুরসুন্দরী এক্সপ্রেস। দিল্লি থেকে আগরতলাগামী ওই ট্রেন ধলাই জেলায় জওহরনগর স্টেশনের নিকটে কংক্রিট মেশানোর গাড়িকে(জেসিবি) ধাক্কা দিয়েছে। তাতে জেসিবি গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। জেসিবির চালক ও সহ-চালক আহত হয়েছেন। অবশ্য, ট্রেনের সকল যাত্রী সুরক্ষিত রয়েছেন। তবে, ওই দুর্ঘটনার ফলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করতে পাঁচ ঘণ্টা সময় লেগেছে।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন যাবত জওহরনগর স্টেশনে রেলওয়ে ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজ চলছে। এদিন ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ জওহরনগর স্টেশন থেকে আমবাসার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় আচমকা জেসিবিটি রেল লাইনের উপর চলে আসে। জেসিবির চালক রেল লাইন থেকে মেসিনটি সরানোর অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কায় জেসিবি দুমড়ে মুচড়ে যায়। তাতে, ট্রেনের ইঞ্জিনের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। জেসিবির চালক ও সহ-চালক আঘাত পেয়েছেন। তবে, ট্রেনের সকল যাত্রী সুরক্ষিত রয়েছেন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রেলওয়ে প্রটেকশন ফোর্স সহ স্থানীয় পুলিশ ছুটে আসেন। আহত চালককে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। ট্রেন দুর্ঘটনার খবরে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৯৩ ▫ ১৩ জানুয়ারি ২০২৩ ইং ▫ ২৮ পৌষ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কোন পথে?

অভিবাসন নীতি, অ্যালকোহল ও মোটরগাড়ি। এই ত্র্যহস্পর্শে দু'-বছর আগে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বাহির হইয়া আসা ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের 'মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি'-র আলোচনা মাঝপথ পার হইয়াও থমকিয়া দাঁড়াইল। এর সঙ্গে যুক্ত করিতে হইবে সে-দেশের ঝোড়ো অর্থনৈতিক আবহাওয়া আর যুদ্ধ পরিস্থিতি। রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'নিষেধাজ্ঞা'-র ধাক্কায় পর্যাপ্ত জ্বালানির অভাব, বিদ্যুৎ উৎপাদনের আকাশচুম্বী খরচ ও তীব্র চাহিদা , শিল্পে মন্দা, বেকারত্ব বৃদ্ধির আশঙ্কা, রেকর্ড মুদ্রাস্ফীতি, সর্বোপেরি আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা- সবদিক থেকেই দুর্যোগপূর্ণ এই পরিস্থিতি কাটাইয়া ওঠা ঋষি সুনকের কাছে নিঃসন্দেহে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে দেশের স্বার্থে যে কোনও কঠিন লড়াইয়ের জন্য তিনি প্রস্তুত- প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর এই ছিল তাঁহার প্রথম বার্তা।চিনে সর্বসম্মতিক্রমে তৃতীয়বারের জন্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং কয়েক দিন আগে দলীয় স্তর, প্রশাসন এবং সেনাবাহিনীর কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন আনিয়াছেন। লিজ ট্রাসের মতোই কট্টর চিন-বিরোধী সুনাক বর্তমানের 'কঠিন নীতি' আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবেন, না কি নতুন কোনও দৌত্যের পথে চলিবেন, তাহা-ও কম বড় প্রশ্ন নয়।

তবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'নিষেধাজ্ঞা' ঘিরিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলির মধ্যে খুব হালকা

হইলেও মনান্তরের আঁচ পাওয়া যাইতেছে। এদিকে, রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আফ্রিকায় দুর্ভিক্ষের হাতছানি। রাষ্ট্রসংঘের অনুরোধে ও 'ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম'-এর (ডব্লিউএফপি) আবেদনে সাড়া দিয়া অনাহারী ও দুর্ভিক্ষপীড়িত আফ্রিকি মানুষের জন্য রাশিয়া আপাতত ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য সরবরাহের অবরোধ তুলিয়া নিয়াছেন। ব্রিটেনে যে চরম জ্বালানি সংকট চলিতেছে, এর প্রভাব সেখানকার বড়, মাঝারি ও ছোট- সব ধরনের শিল্পে পড়িতে পারে বলিয়া শঙ্কা। রপ্তানি বাড়াইয়া ও বিদেশি-কর্মী সংকোচন করিয়া কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করিবার মধ্যে দিয়া ব্রিটেন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কথা ভাবিতেছে। আর, সে-কারণেই দেশের দোদুল্যমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সুনাক সরকারের কাছে ব্রিটেন-ভারত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। সম্ভবত, এই অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত আঁচ করিয়াই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে চুক্তিটি সম্পাদন করিতে চাহিয়াছিলেন। জনসনের সেই পরিকল্পনাকে তখন ব্রিটেনের একাধিক প্রথম সারির নেতা 'তাড়াহুড়ো' করিয়া চটজলদি ভারতকে কিছু পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা বলিয়া কঠোর সমালোচনা করেন। সেসব সমালোচকের উদ্বেগ ও সন্দেহ দূরীভূত করিতে সুনাক সরকারের বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত

মন্ত্রী গ্রেগ হ্যান্ডস সদ্য পার্লামেন্ট বলিয়াছেন- যতক্ষণ না এই চুক্তিকে ন্যায্য ও পারস্পরিক স্বার্থের অনুকূল বলিয়া মনে হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রিটেন এই চুক্তি করিবে না।মূলত যে-তিনটি বিষয় নিয়া দুই দেশের মধ্যে দর কষাকষি চলিতেছে- অ্যালকোহল ও মোটর গাড়ির উপর ভারতের আরোপিত আমদানি শুল্ক হ্রাস করা, এবং কাজের উদ্দেশ্যে ভারত থেকে ব্রিটেনাভিমুখী কর্মপ্রার্থীদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ। অনুমান, অ্যালকোহল ও মোটরগাড়ির উপর আমদানি শুল্ক হ্রাসে নরম মনোভাব দেখাইলেও 'অভিবাসন' ইস্যুতে ভারতের কঠোর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই চুক্তি হইলে ব্রিটেনে ভারতীয় অভিবাসনের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে।

সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহায়তার জন্য প্রস্তুত, যোশীমঠের পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য সেনাপ্রধানের

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): স্থানীয় প্রশাসনকে সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহায়তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। উত্তরাখণ্ডের যোশীমঠের পরিস্থিতি সম্পর্কে বললেন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সেনাপ্রধান বলেছেন, 'যতদূর বাইপাস রোডের (যোশীমঠ, উত্তরাখণ্ড) বিষয়, সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে কাজ। কিন্তু ফরোয়ার্ড এলাকায় আমাদের অভিগম্যতা এবং অপারেশনাল প্রস্তুতি প্রভাবিত হয়নি। আমরা স্থানীয় প্রশাসনকে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করব।' সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে আরও বলেছেন, ২৫-২৮টি ভবনে (সেনাবাহিনীর) ছোটখাটো ফাটল দেখা দিয়েছে এবং সৈন্যদের অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রয়োজনে তাঁদের স্থায়ীভাবে আউলিতে স্থানান্তর করা হবে।' এদিকে, যোশীমঠের পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবারই শীর্ষ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।

রামচরিতমানস নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য বিহারের শিক্ষামন্ত্রীর, নীতীশ বললেন কিছুই জানি না

পাটনা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): সন্ত, কবি, ধর্মসংস্কারক ও দার্শনিক তুলসীদাসের রামচরিতমানস নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে শোরগোল ফেলে দিলেন বিহারের শিক্ষামন্ত্রী ও আরজেডি নেতা চন্দ্রশেখর। তাঁর মতে, এই বই সমাজে বিভাজন এবং বিদ্বেষ বাড়িয়েছে। বুধবার নালন্দা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর। সেখানেই চন্দ্রশেখর বলেন, রামচরিতমানসে বলা হয়েছে সমাজের নীচু তলার মানুষরা লেখাপড়া শিখলে তার ফল বিষময় হবে। এ ধরনের মন্তব্য সমাজে বিভাজন বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট। তবে শুধু রামচরিতমানসই নয়, মনুস্মৃতি এবং আরআসএসের প্রাক্তন সরসঙ্ঘচালক এমএস গোলওয়ারকারের 'বাঞ্চ অফ থটস' বইকেও সমাজে বিভাজন ছড়ানোর জন্য দায়ী করেছেন মন্ত্রী। বিতর্কিত এই মন্তব্য করেও পিছপা হননি চন্দ্রশেখর। বৃহস্পতিবার তিনি বলেছেন, আমি ক্ষমা চাইব না। এদিকে, নিজ মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। চন্দ্রশেখরের মন্তব্য প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা নীতীশকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি কিছুই তো জানি না।

শুভেন্দুকে পালটা খোঁচা শশী পাঁজার

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর টিপ্পনিকে মোটেও ভাল চোখে দেখছে না তৃণমূল। পালটা তাঁকে খোঁচা দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা।

বৃহস্পতিবার শশী পাঁজা সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজীর পৈতৃক বাড়িতে যান। বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। পালটা শুভেন্দুবাবুকে জবাব দিয়ে বলেন, "এঁদের বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানানোর অধিকারই নেই। বিজেপি নেতার দীনতা দূর হোক। চৈতন্য হোক।"

উল্লেখ্য, এর আগে এদিন সকালে সিমলা স্ট্রিটে গিয়ে বিজেপি-র অনুষ্ঠানে শুভেন্দুবাবু বলেন, "স্বামীজি এই শিক্ষা দেখে বাংলা থেকে প্রস্থান করতেন।"

২২ কোটি ২০ লক্ষ উপভোক্তা পেয়েছেন আয়ুষ্মান কার্ড : মনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে ২২ কোটি ২০ লক্ষ উপভোক্তা আয়ুষ্মান কার্ড পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর মনসুখ মাণ্ডাভিয়া জানান, আয়ুষ্মান ভারত- প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে এ পর্যন্ত ২২ কোটি ২০ লক্ষ উপভোক্তা আয়ুষ্মান কার্ড পেয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রকল্পের সূচনা করেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য বীমা পরিষেবা দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া জানান, এই প্রকল্পটি বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি। এই প্রকল্পের লক্ষ্য সমগ্র দেশের দশ কোটিরও বেশি দরিদ্র পরিবারকে উপকৃত করা।

মুক্ত দর্শনের বিজ্ঞানী

মুনির হাসান

লন্ডনের রাজকীয় বিজ্ঞান সমিতির কেন্দ্রীয় মিলনায়তন। দীর্ঘদিন এখানে এত লোকের ভিড়ে কোনো বিজ্ঞানী বক্তব্য দেননি। এই বিজ্ঞানী আবার এসেছেন সাত সাগরের ওপার অর্থাৎ ভারত থেকে। দর্শকদের মধ্যে রয়েছেন লর্ড র্যালের মতো বিজ্ঞানকুল শিরোমণি। দর্শকেরা অবশ্য খুব বেশি চমত্‌কৃত হলেন না পরীক্ষার বন্দোবস্ত দেখে। একটি গাছের মূল একটি বোতলের পানির মধ্যে দেওয়ার ব্যবস্থা, গাছ থেকে কী সব তার---টার টেনে একটা কিম্ভূতদর্শন যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো। দর্শকদের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞানী জানালেন, বোতলের ভেতরের তরল পদার্থটি পানি নয়, এটি ব্রোমাইড সলিউশন। উপস্থিত বিজ্ঞানের লোকেরা বুঝলেন অচিরেই গাছটি মরবে। কারণ, হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিডের এই লবণের দ্রবণ সহ্য করার ক্ষমতা গাছের নেই। তাতে অবশ্য তাঁদের ভ্রুক্ষেপ নেই। তাঁদের লক্ষ্য কিম্ভূত যন্ত্রটি।

বিজ্ঞানী গাছের মূলকে সলিউশনে দিয়ে দিলেন আর চালু করে দিলেন তাঁর যন্ত্র। চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি কাগজের ওপর মানুষের হৃদযন্ত্রের ওঠা-নামার মতো গ্রাফ আঁকতে শুরু করল। তবে সেটিতে তেমন কোনো চাঞ্চল্য নেই। পেন্ডুলামের মতো একই নিয়মের ওঠা-নামা। কিন্তু একটু পরই যন্ত্রের গ্রাফে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিল। গ্রাফ বেশ দ্রুত ওঠা-নামা শুরু করল। মনে হচ্ছে কার সঙ্গে যেন লড়ছে গাছটি। তবে একসময় সব চাঞ্চল্য থেমে গেল। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা দেখলেন, গাছটি মরে গেছে! উপস্থিত বিজ্ঞানী ও দর্শকেরা সবাই চমত্‌কৃত হলেন ভারতীয় বাঙালি বিজ্ঞানীর এই যন্ত্রে। লর্ড র্যালে উঠে গিয়ে দর্শক সারিতে বসা বিজ্ঞানীর স্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে এলেন।

উদ্ভিদেরও প্রাণীদের মতো প্রাণ আছে, এই ধারণা কিন্তু নতুন নয়। কারণ, সবাই দেখেছে বীজ থেকে চারা হয়, সেটি মহিরুহ হয় এবং একসময় মরে যায়। কিন্তু উদ্দীপনায় উদ্ভিদও প্রাণীর মতো প্রতিক্রিয়া করে, জোর করে মেরে ফেলা হলে আর্তচিৎকার করেএমনটা কেউ এর আগে ভাবেননি। ভেবেছেন ওই বাঙালি বিজ্ঞানী।

মুন্সিগঞ্জের রাঢ়িখালের সন্তান জগদীশচন্দ্র বসু। ব্রিটিশ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানচন্দ্র বসু ও বনসুন্দরী দেবীর প্রথম সন্তান। জগদীশের জন্মের সময় তাঁর বাবা ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট। তবে জগদীশ বসুর জন্ম ময়মনসিংহে, নানার বাড়িতে ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর। সে সময় ইংরেজদের স্কুলে ছেলেমেয়েকে পড়ানো ছিল আভিজাত্যের ব্যাপার। কিন্তু ভগবানচন্দ্র বসু তাঁর সন্তানকে এমনকি ফরিদপুরেও রাখলেন না, পাঠিয়ে দিলেন নিজ গ্রামে। সেখানে বাবার চালু করা পাঠশালায় জগদীশ বসুর পড়ালেখার হাতেখড়ি। প্রাথমিক পড়ালেখার পর ফরিদপুর হাইস্কুলে পড়ে অবশেষে ১৮৬৯ সালে জগদীশ বসু চলে গেলেন কলকাতায়। ভর্তি হলেন সেন্ট জেভিয়ার স্কুল ও কলেজে। সেখানে তখন বিজ্ঞান নিয়ে ভারতবাসীকে জাগানোর চেষ্টা করছেন ফাদার ইউজিন ল্যাকো। বিজ্ঞানেই মুক্তি, এ ছিল তাঁর যুক্তি। জগদীশ বসু হয়ে উঠলেন তাঁর ভক্ত। ১৮৭৯ সালে ফিজিক্যাল সায়েন্সে জগদীশচন্দ্র বিএ পাস করলেন। বিজ্ঞান নিয়ে পড়ালেখা করার জন্য তিনি বিলাত (ইংল্যান্ড) যাওয়ার মনস্থির করলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন তাঁর মা। কারণ, তার কিছুদিন আগে মাত্র ১০ বছর বয়সে জগদীশ বসুর ছোট ভাই মারা যায়। মায়ের মন অবশিষ্ট সন্তান সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে লন্ডন যাক, এটি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। অন্যদিকে, ভগবান বসু অসুস্থ হয়ে পড়ায় বলতে গেলে ঘরবসা। আধা মাইনেতে চলেন। যেসব উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন গ্রামের মানুষদের জন্য তার বেশির ভাগই ব্যর্থ হওয়ায় তিনি অনেক ঋণে জর্জরিত। মন খারাপ করে জগদীশ বসু দেশেই থাকবেন বলে যখন সিদ্ধান্ত নেন, তখন আবার মায়ের মন পরিবর্তন হয়। বনসুন্দরী দেবী নিজের গয়না বিক্রি করে ও তাঁর সঞ্চিত অর্থ দিয়ে ছেলেকে ডাক্তারি পড়ার জন্য বিলেতে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে জগদীশ বসু আক্রান্ত হলেন জ্বরে, শরীর হয়ে গেল দুর্বল। বোঝা গেল ডাক্তারি পড়াটা কঠিন হয়ে যাবে।

> বিজ্ঞানী গাছের মূলকে সলিউশনে দিয়ে দিলেন আর চালু করে দিলেন তাঁর যন্ত্র। চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি কাগজের ওপর মানুষের হৃদযন্ত্রের ওঠা-নামার মতো গ্রাফ আঁকতে শুরু করল। তবে সেটিতে তেমন কোনো চাঞ্চল্য নেই।

এই সময় জগদীশ বসুর স্ত্রীর ভাই বাংলার প্রথম র্যাংলার, আনন্দ মোহন বসু জগদীশকে কেমব্রিজে ভর্তি হতে সহায়তা করেন। আনন্দ মোহন বসু ১৮৭৪ সালে প্রথম ভারতীয় হিসেবে গণিতে ট্রাইপস পান। কেমব্রিজে আর লন্ডনে জগদীশ বসুর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন লর্ড র্যালে, মাইকেল ফস্টার, সিডনি ভাইন, ফ্রান্সিস ডারউইনের মতো বিজ্ঞানীরা। ১৮৮৪ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞানে বিএ এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করে জগদীশচন্দ্র বসু ভারত ফিরে আসেন। দেশে ফিরে একই বছরে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে চাকরিতে যোগদানের চেষ্টা করেন। 'ভারতীয়রা পড়াতে পারে না'অজুহাতে কলেজের সেই সময়কার অধ্যক্ষ চার্লস টাউনি এবং বাংলার পাবলিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক স্যার আলফ্রেড ক্রফট প্রবল বিরোধিতা করলে জগদীশ বসু ভারতের ভাইসরয় লর্ড রিপনের শরণাপন্ন হন। শেষমেশ, ভাইসরয়ের হস্তক্ষেপে তিনি শিক্ষক হলেও চার্লস টাউনি এবং স্যার আলফ্রেড ক্রফট তাঁকে 'অস্থায়ীভাবে'নিয়োগ দেন। এমনকি তাঁর বেতন নির্ধারণ করা হয় একই পদে আসীন ব্রিটিশ অধ্যাপকদের অর্ধেক। এমনকি তাঁকে গবেষণাগারে একটা কাজ করারও সুযোগ দেওয়া হতো না। সাহসী জগদীশ বসু অর্ধেক বেতনের নিয়োগপত্র অগ্রাহ্য করে কলেজে যোগ দেন এবং একনাগাড়ে তিন বছর বেতন নিতে অস্বীকার করেন। এই সময়কালে নিজের মেধা ও পাণ্ডিত্য দিয়ে তিনি প্রায় সবার মন জয় করেন। অন্যদিকে নিজের বাড়িতেও একটি গবেষণাগার গড়ে তোলেন। তিন বছর পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সসম্মানে, পূর্ণবেতনে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়। আর এই নিয়োগ দেওয়া হয় ভূতাপেক্ষা, অর্থাৎ তিন বছর আগে থেকে। তাঁর তিন বছরের বকেয়া বেতনও পরিশোধ করা হয়। সেই টাকা দিয়ে জগদীশ বসু তাঁর বাবার ঋণ শোধ করেন। সেই সময়ে জগদীশ বসুর গবেষণার আগ্রহের বিষয়বস্তু ছিল ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ, যা মাইক্রোওয়েভ নামে পরিচিত। সে সময় তিনি 'কোহেরার'নামে একটি ধারণাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে দেখেন সেটিকে মাইক্রোতরঙ্গের গ্রাহক যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

১৮৯৪ সালে তিনি কলকাতায় প্রথম বিনা তারে বার্তা প্রেরণ এবং তা গ্রহণ করার একটি কৌশল দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। বড় লাটের হস্তক্ষেপে তাঁর এই আবিষ্কার ইংল্যান্ডে দেখানোর জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সহায়তা করলে তিনি লন্ডনে গিয়ে সেটি প্রদর্শন করেন। ১৮৯৬ সালের ২৪ জুলাই লন্ডনে রাজকীয় বিজ্ঞান সমিতিতে তিনি তাঁর আবিষ্কার সব বিজ্ঞানীর সামনে তুলে ধরেন। এমনকি তিনি তাঁর পরীক্ষার খুঁটিনাটি এত বিশদভাবে তুলে ধরেন যে তা থেকে যে কেউ পরীক্ষাটি পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে কলকাতার সেই বিনা তারে বার্তা প্রেরণের ঘটনাটিই প্রথম। পরে লন্ডনেও তিনি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর উদ্ভাবনের কোনো 'পেটেন্ট'বা 'স্বত্ব'করেননি। কারণ ছিল তাঁর আদর্শ। তাঁর সব কাজকর্ম হবে মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, পিছিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। বলা যায়, জগদীশ বসু হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম মুক্ত দর্শনের অধিকারী বিজ্ঞানী।

লন্ডন থেকে দেশে ফেরার পর পদার্থবিজ্ঞানের এই অধ্যাপক মাইক্রোতরঙ্গ নিয়ে কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। এর অন্যতম কারণ হলো, তিনি তখন 'ধাতব বস্তুর'প্রাণ আছে কি না, তা ভাবতে থাকেন। তবে তাঁর এই ভাবনাটা ক্রমেই উদ্ভিদের দিকে চলে যায়। ফলে মাইক্রোতরঙ্গ নিয়ে বিনা তারে বার্তা প্রেরণের জগদীশের সাফল্য অনেকে ভুলে যান। অন্যদিকে উদ্ভিদের জীবনের বহিঃপ্রকাশের কারণে তিনি সেই দিকে বেশি কার্যকরী হন।

বর্তমানে, বিশ্বের তাবত বিজ্ঞানী জগদীশ বসুকেই বিনা তারে বার্তা প্রেরণের জনক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে জগদীশ চন্দ্র বসু কাজ করেছেন মাইক্রোতরঙ্গ নিয়ে এবং রেডিও যন্ত্রের উদ্ভাবক মার্কনি কাজ করেছেন বেতারতরঙ্গ নিয়ে। অনেকেরই ধারণা, জগদীশ বসু যদি মাইক্রোতরঙ্গ নিয়ে তাঁর কোহেরারকে আরও এগিয়ে নিতেন, তাহলে ১৯০১ সালের প্রথম নোবেল পুরস্কারটি একজন বাঙালি পেলেও পেতে পারতেন। যে কলেজ তাঁকে নিয়োগ দিতে চায়নি, সে কলেজই তাঁকে অবসরের পরও অতিরিক্ত দুই বছর জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক হিসেবে বেতন দিয়েছে। ১৯১৫ সালে অবসরের পর তাঁকে প্রফেসর ইমেরিটাস মর্যাদা দিয়েছে। ব্রিটিশ সরকার ১৯০৩ সালে তাঁকে কমান্ডার অব ইন্ডিয়ান এম্পায়ার উপাধি দেয়। ১৯২৮ সালে তিনি রাজকীয় বিজ্ঞান সমিতির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯২৭ সালে তিনি কলকাতায় একটি বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এটিকে একটি 'মন্দির'হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। বর্তমানে এটি বসু বিজ্ঞান মন্দির নামেই বেশি পরিচিত।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ জগদীশ চন্দ্র বসুর তিন বছরের ছোট হলেও তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল আমৃত্যু। একজনের হাতে বিকশিত হয়েছে বাংলা সাহিত্য আর একজন করেছেন বাংলায় বিজ্ঞান রেনেসাঁর সূচনা। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু একটি চমতার কথা বলতেন। তিনি বলতেন, সে-ই প্রকৃত বিজ্ঞানী যে তার ল্যাবরেটরির সঙ্গে ঝগড়া করে না। অর্থাৎ প্রকৃতিবিজ্ঞানী সব সময় নিজের ল্যাবরেটরি তৈরি করে নেন, অন্যকে দোষারোপ করেন না।

পূরণ হবে অমরত্বের প্রত্যাশা ?

বিশেষ প্রতিনিধি।। সুকুমার রায়ের হ য ব র ল-র ওই বুড়োর কথা মনে আছে? বুড়ো কত সহজে কত বার যে বয়স বাড়িয়েছিলেন আর কমিয়েছিলেন কে জানে। কখনো নিজের বয়েসটাকে চল্লিশ পেরুতে দেননি তিনি।

তবে এতদিন যা কল্পবিজ্ঞানের গল্পে পড়েছেন, সেটা যদি বাস্তব হয়? ধরুন যতদিন ইচ্ছে বাঁচতে পারলেন, এমন সুযোগ যদি হাতের সামনে চলে আসে? এতদিন যা ছিল উদ্ভট কল্পনা, তাই বাস্তব হতে পারে বলে জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের মতে, অদূর ভবিষ্যতেই মানব প্রজাতি এক ধরনের হাইব্রিড প্রজাতিতে পরিণত হবে। হার্ভার্ডের জিনতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ ডেভিড সিনক্লেয়ার দাবি করছেন জিনের পুনর্সাপনের মাধ্যমে মানুষ পেতে পারে অমরত্ব। ২০২৩ সালেই শুরু হতে চলেছে জিন পুনর্সাপনের ট্রায়াল, এটি মানুষের স্বাভাবিক আয়ুর গড়ের চেয়ে অনেক বেশি দিন বাঁচতে সহায়তা করবে। ইঁদুরের উপর প্রাথমিক পরীক্ষাও সেরে ফেলেছেন তারা। জানাচ্ছেন মস্তিষ্কে ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ- প্রত্যঙ্গে বয়সের বৃদ্ধি কমিয়ে দেওয়া নাকি সম্ভব! সিনক্লেয়ার আরও বলছেন, এক ধরনের এমব্রায়োনিক জিন রয়েছে, যেটা তারা পরিণত বয়সের প্রাণীর উপর প্রয়োগ করছেন শরীরের টিস্যুর বয়স নতুন করে স্থাপন করার জন্য। এটা ঠিক মতো কাজ করতে ৪-৮ সপ্তাহ লাগছে। ধরা যাক একটি অন্ধ ইঁদুর বয়সের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে, তার নিউরোনের সংযোগ মস্তিষ্ক অবধি ঠিকমতো পৌঁছচ্ছে না। সেই নিউরোন পুনর্সাপন করলে ইঁদুরটি আবার তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। এখন যেটা জানা ছিল না সেটা হল, টিউমার তৈরি করা বা চোখে স্টেম সেল বসানো ছাড়া কি আংশিকভাবে ইঁদুরটির বয়স ফিরে পাওয়া কি সম্ভব? উত্তর, সম্ভব। সিনক্লেয়ার বলছেন, এই ধরনের পরীক্ষা মানবদেহের জন্যও শুরু হবে ২০২৩ সাল থেকে। এই পরীক্ষা কোষের বয়সবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে উল্টোপথে চালিত করবে।বিজ্ঞানীরা বলছেন মানুষের আয়ুরেখার কোনো নির্ধারিত সীমারেখা নেই। জিনতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের দাবি আজ যে শিশুটি জন্মাচ্ছে, সে অনায়াসে ১০০ বছর বাঁচার প্রত্যাশা অচিরেই রাখতে পারে। মানুষের বায়োলজিক্যাল অর্গানিজম যে থেমে যাবেই, এমন কোনো কথা কিন্তু নেই। সম্প্রতি অন্য একটি গবেষণা মানুষের অমরত্ব লাভের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিলেও এটা স্বীকার করে নিয়েছে যে মানুষ ১২০-১৫০ বছর অবধি বাঁচতেই পারে। এই বয়সের পর অবশ্য মানুষের শরীর সম্পূর্ণভাবে যে কোনো শারীরিক অসুস্থতা বা আঘাত থেকে সেরে ওঠার ক্ষমতা হারায়। কিন্তু আয়ুর শেষ সীমা যদি ১২০-১৫০ বছরও হয়, তা হলে সেটাই বা কম কী!

নিকোলা টেসলা:বিদ্যুৎ যুগের স্থপতি

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

আজ উদ্ভাবক নিকোলা টেসলার জন্মদিন। তাঁর জন্ম বর্তমান ক্রোয়েশিয়ায়। ১৮৮২ সালে তিনি এডিসন কোম্পানির প্যারিস শাখায় যোগ দেন। প্রথমবারের মতো অল্টারনেটিং কারেন্ট (এসি) ইন্ডাকশন মোটর তৈরি করেন ১৮৮৩ সালে। এডিসন কোম্পানির প্যারিস শাখার ম্যানেজার চার্লস ব্যাচেলর যখন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন, তখন তিনি টেসলাকে এখানে নিয়ে আসার প্রস্তাব দেন। ফলে টেসলা যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন ১৮৮৪ সালে। এসে যোগ দেন এডিসন পাওয়ার কোম্পানিতে।

তখনকার পরিস্থিতির কথা যদি ভাবেন, ২৮ বছরের তরুণ টেসলা যখন যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখেন, সেখানে তখন সমৃদ্ধির জোয়ার বইছে। সবাই প্রাণপণে কাজ করছে শিল্প কারখানায়। কিন্তু এ সবই হতো দিনের বেলা। কিন্তু, সূর্য ডোবার সাথে সাথেই থেমে যেত সমৃদ্ধির এ চাকা। অন্ধকারে ডুবে যেত গোটা যুক্তরাষ্ট্র। ঘরে ঘরে জ্বলে উঠত মোমবাতি আর লণ্ঠনের মৃদু আলো। টমাস আলভা এডিসন তখন প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে বৈদ্যুতিক বাল্ব উৎপাদন শুরু করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে শুধু বৈদ্যুতিক বাল্ব পৌঁছে দিলেই তো হবে না, পৌঁছে দিতে হবে বিদ্যুৎ সংযোগও।

এডিসনের বাতি জ্বলত ডিরেক্ট কারেন্ট (ডিসি) দিয়ে। আমাদের পরিচিত উদাহরণ হলো, ব্যাটারি। ব্যাটারিতে ডিসি কারেন্ট থেকে। এ জিনিস অনেক বিশাল এলাকাজুড়ে তো ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব পড়ে টেসলার ঘাড়ে। এর পেছনেও গল্প আছে। টেসলা ততদিনে সম্ভাব্য কিছু সমাধান ডিজাইন করেও দিয়েছেন এডিসন মেশিন ওয়ার্কস কোম্পানিকে। কিন্তু সেগুলো কাজে লাগানো হয়নি, সম্ভবত আর্ক লাইটিং কোম্পানির সঙ্গে আরেকটি চুক্তি থাকার কারণে। সে যা-ই হোক, টেসলা দ্রুতই সমস্যা সমাধান করে ফেললেন। তারপরেই গোল বাঁধল। চাকরি ছেড়ে দিলেন টেসলা।

এই ঝামেলার ব্যাপারে পরবর্তীতে জানা গেছে ভাসাভাসাভাবে। নিজের আত্মজীবনীতে টেসলা লিখেছেন, এডিসন মেশিন ওয়ার্কসের ম্যানেজার তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি যদি এ সমস্যা সমাধান করতে পারো, তাহলে তোমাকে ৫০ হাজার ডলার বোনাস দেওয়া হবে।' কাজটা ছিল ২৪টি ভিন্ন ধরনের আদর্শ মেশিন বানানো। কাজ শেষে টেসলা যখন বোনাস চাইলেন, তাঁকে বলা হয়, 'তুমি দেখি আমাদের মার্কিন কৌতুক বোঝ না!' এখানে মার্কিন কৌতুক বলার কারণ, টেসলা জন্মসূত্রে মার্কিন নন। এই গল্পের আরেকটি ভার্সনে জানা যায়, স্বয়ং এডিসন তাঁকে ৫০ হাজার ডলার বোনাস দিতে চেয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি টেসলাকে এই জবাব দেন। বলে রাখা ভালো, মার্ক জে. সিফারের লেখা টেসলার এক জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায়, আগেও তাঁকে নানা সময়ে বোনাস দেওয়ার কথা বলে দেওয়া হয়নি। টেসলার ডায়েরিতে এ বিষয়ে শুধু একটি বাক্য লেখা আছে। 'গুড বাই টু দ্য এডিসন মেশিন ওয়ার্কস।'

চাকরি ছেড়ে দিয়ে টেসলা এবার নিজেই কিছু করার চেষ্টায় নামেন। ইচ্ছে, একটি কোম্পানি বানাবেন। সেজন্য তো টাকা লাগবে। কোথায় পাবেন টাকা? টাকার জন্য নিত্য-নতুন জিনিস বানাতে লাগলেন তিনি, পেটেন্ট করতে লাগলেন একের পর এক। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে সবখানে। আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স টেসলাকে তখন একটা লেকচার দিতে নিমন্ত্রণ করেন। সেই লেকচারেই টেসলার পরিচয় হয় জর্জ ওয়েস্টিংহাউজের সঙ্গে। ওয়েস্টিংহাউজ ছিলেন এডিসনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি টেসলাকে নিজের কোম্পানিতে কাজ করার প্রস্তাব দেন। দুজনে মিলে এসি কারেন্ট নিয়ে শুরু করেন গবেষণা। পরে জর্জ ওয়েস্টিংহাউজের সঙ্গে মিলে নায়াগ্রা ফলস ক্যাটারাক্ট কনস্ট্রাকশন কোম্পানির জন্য নায়াগ্রা জলপ্রপাতের এখানে বৈদ্যুতিক পাওয়ার কোম্পানি তৈরি করেন। এটি নিউইয়র্কের বাফেলো শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করত।

এডিসন যেখানে কুকুরকে বিদ্যুৎ শক দিয়ে মেরে ফেলছেন (এটা অবশ্য এসি কারেন্ট দিয়ে মেরেছিলেন মানুষকে বোঝাতে যে এসি কারেন্ট নিরাপদ নয়), বা টপসি নামের হাতিকে বৈদ্যুতিক শকে খুন করা নিয়ে বানাচ্ছেন ডকুমেন্টরি শর্টফিল্ম, টেসলা সেখানে মানুষকে বলছেন, এসি কারেন্ট নিরাপদ। এটি বাসা—বাড়িতে ব্যবহার করা যাবে চাইলেই। বর্তমানে প্রায় সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এসি কারেন্টে চলে। আমাদের বাসা-বাড়ি, অফিস ইত্যাদি সবখানেই ব্যবহৃত হয় এসি কারেন্ট। মোবাইলের মতো ক্ষুদে যন্ত্রপাতি ব্যাটারি চালিত হলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এজন্য এসি কারেন্টকে ডিসি কারেন্টে রূপান্তরিত করা হয়। শুধু ডিসি কারেন্ট দিয়ে চলার মতো খুব বেশি যন্ত্র এখন আসলে আর নেই।

এডিসন নানা ধরনের চেষ্টা-চরিত্র করেও ঠেকাতে পারেননি টেসলাকে। টেসলা ঠিকই প্রতিষ্ঠা করেন দ্য নিকোলা টেসলা কোম্পানি। কিন্তু পরবর্তীতে ওয়্যারলেস সিস্টেমসহ নানা ধরনের গবেষণায় তিনি বহু টাকা খরচ করে ফেলেন। এসব প্রজেক্টে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সফল হতে পারেননি তিনি। সেজন্য পরবর্তীতে ফান্ডিং পাননি সেভাবে। এডিসনও স্যাবোটাজ করেছেন। সব মিলিয়ে বিনিয়োগকারীরা পরের দিকে এসে বিনিয়োগ বন্ধ করে দেয়। তাঁর অনেক প্যাটেন্ট চুরিও হয়ে যায়। প্রায় এক হাজারের বেশি উদ্ভাবন করেছেন, কিন্তু বর্তমানে তাঁর ২৭৮টির মতো প্যাটেন্টের খবর পাওয়া যায়।

শেষ জীবন প্রচণ্ড দারিদ্রে কাটে টেসলার। ৮৬ বছর বয়সে, ১৯৪৩ সালের ৭ জানুয়ারি এই গুণি উদ্ভাবক মৃত্যুবরণ করেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস পালিত হয়।

বাঘ বাঁচাতে প্রচার এবার গঙ্গাসাগর মেলায়, খুশি পূণ্যার্থী এবং পর্যটকরা

গঙ্গাসাগর, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): মঙ্গলবার সরকারি ভাবে শুরু হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা। করোনা মহামারির আতঙ্ক কাটিয়ে দু''বছর বাদে এবার গঙ্গাসাগর মেলায় উপছে পড়া ভিড় হবে বলে মনে করছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন।

এই বিপুল পরিমাণ ভিড় সামলাতে একদিকে যেমন তৎপর প্রশাসন, তেমনই মেলা প্রাঙ্গনে এই বিপুল পরিমাণ মানুষের মধ্যে নানাধরনের সচেতনতার বার্তা দিতেও যথেষ্ট উদ্যোগী প্রশাসন। এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় তাই বাঘ বাঁচানোর সচেতন বার্তা দিতে উদ্যোগ নিয়েছে বনবিভাগ।

এর আগে বিধানসভা ভোটের ম্যাসকট করা হয়েছিল বাঘকে। সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের 'ম্যাসকট' বাঘকে নিয়ে ভোটের প্রচার করেছিল জেলা প্রশাসন। এবার একজোড়া পূর্ণ বাঘকে গঙ্গাসাগর মেলার মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের রক্ষার বার্তা দিয়ে।

মঙ্গলবার বিকেল থেকেই সাগর মেলা প্রাঙ্গনের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেরাচ্ছে এই দুটি বাঘ। দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সাগরের বেলাভূমিতে। এ বাঘের নখ নেই, দাত নেই, কাউকে সে কামড়ায়ও না আবার কেবল হালুম হালুম করে মুখভারও করে না। এই বাঘ শুধু চারিদিকে ঘুরে ঘুরে মেলায় আসা পূণ্যার্থীদেরকে বাঘ রক্ষার জন্য সচেতন করছে। এই দুই রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে কাছে পেয়ে তাই পূণ্যার্থী এবং পর্যটকরা যথেষ্ট খুশি। অনেকেতো বাঘের সাথে সেলফি তুলতেও মেতে ওঠেন।

এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় দুই 'ছিনাথ বহুরূপী' রীতিমতো সেলিব্রেটি হয়ে উঠেছেন উদ্বোধনের দিন থেকেই। এবারের মেলার অন্যতম আকর্ষণ এই 'বাঘরূপী'।

বাঘের প্রতি মানুষের ভালোবাসা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মনোরঞ্জন করতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগ এই দুই 'ছিনাথ বহুরূপী'দের গঙ্গাসাগরে বেলাভূমিতে আবির্ভাব ঘটিয়েছে। সাগরসঙ্গমে লক্ষ মানুষের মধ্যে বাঘরূপী-মানুষ ছেড়ে দেওয়ার কারণ প্রসঙ্গে ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) বন বিভাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার মিলনকান্তি মন্ডল বলেন, ''বাঘ আমাদের জাতীয় পশু। সুন্দরবনের গর্ব।

বাঘ সংরক্ষণের বিষয়ে মানুষকে আরও সচেতন করতে আমরা বাঘ অধ্যুষিত জঙ্গল সংলগ্ন গ্রাম গুলির আশপাশে, স্কুলে পথেঘাটে, হাটেবাজারে, চায়ের দোকানে এবং মেলায় নানাভাবে প্রচার চালাচ্ছি। গঙ্গাসাগর মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন তাঁদের মধ্যেও যাতে বাঘ সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা দেওয়া যায় সেই কারণেই এই উদ্যোগ।'' তিনি আরও বলেন, ''অনেক সময় বাঘ পথ ভুলে লোকালয়ে চলে এলে গ্রামের মানুষ সহজেই তাকে বনে ফেরাতে সহযোগিতা করছে। মূলত বাঘ বাচানোর বার্তা সর্বত্র পৌছে দিতেই বন বিভাগ এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় বাঘবেশী এই বহুরূপীদের এনেছে।'' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই কপিলভূমিও এক সময় ম্যানগ্রোভ অধ্যুষিত 'বাঘ-ভূমি' ছিল। অতীতের স্মৃতি স্মরণও এই মেলায় বাঘেদের আগমনের আরেক উদ্দেশ্য বলে দাবি বন দফতরের।

৫১ দিনের রোমাঞ্চকর ভ্রমণ; "গঙ্গা বিলাস"-এর সূচনা ১৩ জানুয়ারি, মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস তুঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): বিশ্বের বৃহত্তম প্রমোদতরী ''গঙ্গা বিলাস''-এর উদ্বোধন হতে চলেছে ১৩ জানুয়ারি, শুক্রবার। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এম ভি গঙ্গা বিলাস-এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রমোদতরীকে নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাসের শেষ নেই, এই প্রমোদতরী দেখার জন্য সবাই মুখিয়ে আছেন। এই প্রমোদতরীতে রয়েছে ফাইভস্টার হোটেলের সমস্ত সুবিধে। গঙ্গা বিলাস ক্রুজে মোট ১৮টি ঘর রয়েছে। এছাড়াও ক্রুজে রয়েছে জিম, স্পা সেন্টার, লেকচার হাউস, লাইব্রেরি।

গঙ্গা বিলাসে ভ্রমণ যেন বিরক্তিকর না হয়, তাই ক্রুজে গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জিম ইত্যাদির সুবিধা থাকবে। গঙ্গা বিলাস ক্রুজ হবে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত ও সম্পূর্ণ নিরাপদ। বারাণসী থেকে যাত্রা শুরু করে বক্সার, রামনগর, গাজিপুর পেরিয়ে পাটনা পৌঁছবে গঙ্গা বিলাস। সেখান থেকে ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ হয়ে কলকাতা পৌঁছবে। বাংলাদেশ থেকে গুয়াহাটি দিয়ে আবার ভারতে প্রবেশ করবে বৃহত্তম প্রমোদতরী। অসমের ডিব্রুগড়ে যাত্রা শেষ হবে। ক্রুজটি ২৭টি নদী প্রণালীর মধ্য দিয়ে যাবে। ৫১ দিনের রোমাঞ্চকর ভ্রমণে ৩,২০০ কিলোমিটার জলপথ পাড়ি দেবে প্রমোদতরী। প্রসঙ্গত, প্রমোদতরী ''গঙ্গা বিলাস''-এর সূচনা করার পাশাপাশি বারাণসীতে গঙ্গার তীরে একটি ''টেন্ট সিটি'' উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

পারদ নামতেই মহানগরীতে ফের বাড়ল শীত, উত্তরবঙ্গকে ঠান্ডায় টেক্কা দিচ্ছে পশ্চিমের জেলাগুলি

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাব এখনও সেভাবে পড়ল না পশ্চিমবঙ্গেও, আর তাই ফের নিম্নমুখী তাপমাত্রার পারদ। যদিও, আগামী কিছু দিনের মধ্যে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়তে পারে, ২ ডিগ্রি থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা। তার আগে বৃহস্পতিবারও চেটেপুটে শীত উপভোগ করল বঙ্গবাসী। মহানগরীতে ফের বাড়ল শীতের আমেজ, কনকনে শীতে কাঁপল দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা।

বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। পারদ-পতন হতেই বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শীত বেড়েছে, তবে ঠান্ডার মেজাজে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে সমান তালে টেক্কা দিচ্ছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার ও বীরভূমের মতো জেলাগুলি। পশ্চিমের জেলাগুলিতেও বৃহস্পতিবার সকালে বেশ ভালোই ঠান্ডা ছিল।

মাংস বিক্রি করেছে আগেই, হরিণের চামড়া বিক্রি করতে গিয়ে কুলতলিতে পাকড়াও দুই

কুলতলি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): হরিণের চামড়া-সহ দু''জনকে গ্রেফতার করল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম কানাই দাস ও সুন্দর নস্কর। বুধবার রাতে কুলতলি থানার কৈখালী থেকে গ্রেফতার করা হয় এই দু''জনকে। পুলিশি জেরায় ধৃতরা জানিয়েছে, সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে হরিণ শিকার করেছে তারা। সেই হরিণের মাংস বিক্রি করেছে আগেই। এবার হরিণের চামড়া বিক্রি করতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ল অভিযুক্তরা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই সুন্দরবনে ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে চোরা শিকারীরা। বণ দফতরের উদাসীন মানসিকতা এবং জঙ্গলে নজরদারির অভাবেই চোরা শিকারীরা ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ধৃতদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণ আইনে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ধৃতদের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে এ বিষয়ে আরও তদন্ত করতে চাইছে পুলিশ।

দিল্লির বাতাস এখনও দূষিতই উত্তর ভারতে কমেছে কুয়াশা, তবুও বিঘ্নিত ট্রেন পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লি এখনও বায়ুদূষণের কবলে। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লিতে দূষণের পরিমান কিছুটা কম থাকলেও, এখনও দূষিতই। দিল্লিতে বাতাসের গুণগতমান কমে ৩১২-এ পৌঁছে যায়, যা খারাপ পর্যায়ের মধ্যেই পড়ে। প্রবল ঠান্ডার মধ্যে দূষণে নাজেহাল হতে হচ্ছে দিল্লিবাসীকে। এদিকে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও হাওয়ার গতির সুবাদে দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কমেছে কুয়াশা। তবুও, এদিন বিঘ্নিত হয়েছে ট্রেন পরিষেবা।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও বাতাসের গতির কারণে পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, রাজস্থান এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশে কুয়াশার দাপট কিছুটা কমেছে। যদিও পূর্ব উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে ঘন কুয়াশা ছিল এদিনও। কুয়াশা ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে বৃহস্পতিবারও রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে উত্তর ভারতে। ঘন কুয়াশার কারণে উত্তর রেলওয়ে অঞ্চলে ২৩টি ট্রেন দেরিতে চলেছে। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘন কুয়াশা ও দৃশ্যমানতার অভাবে মোট ২৩টি ট্রেন দেরিতে চলাচল করেছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে, পুরী-নতুন দিল্লি পুরুষোত্তম এক্সপ্রেস, হাওড়া-নতুন দিল্লি পূর্বা এক্সপ্রেস, মালদা টাউন ফারাক্কা এক্সপ্রেস, প্রয়াগরাজ-নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস প্রভৃতি।

সল্টলেকের ঝুপড়ি বাজারে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ল কয়েকটি দোকান, আহত একজন দোকানদার

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): ভয়াবহ আগুন লাগল সল্টলেকের ঝুপড়ি বাজারে। আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি দোকান। এক দোকানদার আহত হয়েছেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। প্রায় এক ঘন্টার প্রয়াসে আগুন আয়ত্তে এসেছে।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আগুন লাগে সল্টলেকের এফডি ব্লকের ঝুপড়ি বাজারের একটি দোকানে। আগুন লাগার পরেই খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় ৪টি ইঞ্জিন। কিন্তু হাওয়ার বেগ বেশি থাকায় তত ক্ষণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আশপাশের দোকানেও আগুন লেগে যায়।

অগ্নিকাণ্ডে একজন দোকানদার আহত হয়েছেন। আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে দমকল কর্মীদের সঙ্গে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারাও। আগুন লাগার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন দমকল কর্মীরা। কী ভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছে দমকল বিভাগ।

কোভিড-সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭; ভারতে সক্রিয় রোগী কমে ২,৩০৯, প্রাণ হারালেন একজন

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বাড়ল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৯৭ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৯৭ জন, এই সময়ে কেরলে একজনের মৃত্যুর পর মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭২৩-এ পৌঁছেছে। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২ হাজার ৩০৯-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৭,৫৫১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। ভারতে মোট করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪,৪৬,৮০,৫৮৩ জন।

এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৬১ হাজার ৬৮০ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.১৫ কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,১৫,৭৬, ৩৬৯। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১১ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৮৯,৭২৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষা তরুণ প্রজন্মকে নিজেদের স্বপ্নপূরণে অনুপ্রাণিত করে : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): জন্মজয়ন্তীতে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বৃহস্পতিবার টুইট করে লিখেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষা তরুণ প্রজন্মকে নিজেদের স্বপ্নপূরণে অনুপ্রাণিত করে। ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

বৃহস্পতিবার সকালে টুইট করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জানিয়েছেন, জন্মজয়ন্তীতে স্বামী বিবেকানন্দকে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যিনি আধ্যাত্মিকতা ও দেশপ্রেমকে একত্রিত করেছিলেন, বিশ্বব্যাপী ভারতীয় মূল্যবোধের প্রচারও করেছিলেন। তাঁর জীবন এবং শিক্ষা তরুণ প্রজন্মকে নিজেদের স্বপ্ন অনুসরণ করতে এবং বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করে।

রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের জন্য ১০ দিনের মধ্যে আপ-কে ১৬৩.৬২ কোটি জমা দিতে নির্দেশ, অন্যথায় সিল করা হবে সম্পত্তি

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): সরকারি বিজ্ঞাপনে রাজনৈতিক প্রচার চালানোর অভিযোগে দিল্লিতে ক্ষমতাসীন আম আদমি পার্টি (আপ)-কে নোটিস পাঠানো হয়েছে। দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিনয়কুমার সাক্সেনার নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলকে ওই নোটিস পাঠিয়েছেন জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের 'ডিরেক্টরেট অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিসিটি' (ডিআইপি)।

চিঠিতে ১০ দিনের মধ্যে ১৬৩.৬২ কোটি টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আপ-কে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা জমা দিতে না পারলে সম্পত্তিও সিল করে দেওয়া হতে পারে। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের আদেশ এবং ২০১৬ সালের সরকারি বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ কমিটির নির্দেশিকা লঙ্ঘনের অভিযোগে লেফটেন্যান্ট গভর্নর সাক্সেনা মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন কয়েক মাস আগেই। মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তিনি জানান, 'মৌলিক জনস্বার্থের কাজ না করে বক্তৃতা আর বিজ্ঞাপনের উপরে সরকার চলছে।' জবাবে সাক্সেনার সাংবিধানিক এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল আপ।

শক্তি প্রদর্শনের জন্য ভারতের কাছে দারুণ সুযোগ জি-২০ সম্মেলন : পীযূষ গোয়েল

ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): পরবর্তী জি-২০ সম্মেলন ভারতের জন্য নিজস্ব শক্তি প্রদর্শন ও বিশ্ব যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি সেই সব চ্যালেঞ্জের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একটি 'দারুণ সুযোগ' উপস্থাপন করে। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। এই মুহূর্তে আমেরিকা সফরে রয়েছেন পীযূষ গোয়েল।

বুধবার (আমেরিকার সময় অনুযায়ী) তিনি মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি ক্যাথরিন তাইয়ের সঙ্গে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য নীতি ফোরামের বৈঠকের সহ-সভাপতিত্ব করেন। পীযূষ গোয়েল বলেছেন, 'বিশ্বের সামনে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেই চ্যালেঞ্জের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ভারতের জন্য একটি দারুণ সুযোগ হতে চলেছে জি-২০ সম্মেলন। ভারতের। শক্তি প্রদর্শনের জন্য আমাদের কাছে একটি দুর্দান্ত সুযোগ হতে চলেছে জি-২০ সম্মেলন।'ম

প্রেমে বাধা পেয়ে প্রেমিকার মা-কে ছুরিকাঘাত, ঘুটিয়ারিতে ধৃত অভিযুক্ত

ক্যানিং, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): প্রেমে বাধা পেয়ে প্রেমিকার মা-কে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করল যুবক। এমনকি পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় প্রেমিকার মা-কে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘুটিয়ারি শরীফ ফাঁড়ি এলাকায়। এই ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম-আজারুল লস্কর।

পুলিশ সূত্রের খবর, উত্তর মাখালতলা গ্রামের বাসিন্দা এক যুবতীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল আজারুলের। কিন্তু, সেই সম্পর্ক মেনে নেননি যুবতীর মা। আর তাই প্রেমিকার মা-কে ছুরি দিয়ে আঘাত করে অভিযুক্ত যুবক। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আহত মহিলাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বাকসার শালবাড়িতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ভস্ম ফার্মাসি সহ চারটি দোকান

বাকসা (অসম), ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : বাকসা জেলার অন্তর্গত শালবাড়ির ভকুয়ামারিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে একটি ওষুধের দোকান সহ চারটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

বুধবার মধ্যরাতে সংঘটিত হয়েছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। ভরা শীতের রাতে ভকুয়ামারি চক বাজারে আগুন ধরেছে, প্রথমে কেউ আন্দাজ করতে পারেননি। আচমকা বাজার সংলগ্ন জনৈক গৃহস্থ আগুনের লেলিহান শিখা দেখে খবর দেন বাজারের এক দোকান মালিককে। ইত্যবসরে খবর পেয়ে ছুটে আসেন বাজারের সব দোকানের মালিক ও এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অক্লান্ত কসরতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও একটি কাপোড়ের দোকান, ফার্মাসি, মুদি দোকান সহ মোট চারটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রায় ২০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ এই খবর লেখা পর্যন্ত স্পষ্ট না হলেও, বলা হচ্ছে বৈদ্যুতিক গোলযোগের ফলে ঘটনাটি সংঘটিত হতে পারে।

মহিলাকে খুনের পর কবর দেওয়া হল দেহ, দিল্লি পুলিশের জালে ৪ অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): রোমহর্ষক ঘটনা ঘটল দিল্লির মঙ্গলপুরী এলাকায়। বছর ৫৪-র এক মহিলাকে খুন করার পর তাঁর দেহ কবরে পুঁতে দিল অভিযুক্তরা। এই ঘটনায় ৪ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে প্রধান অভিযুক্ত মোবিন। গ্রেফতার করা হয়েছে কবরস্থানের কেয়ারটেকারকেও। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, কবরস্থানের কেয়ারটেকার ও মূল অভিযুক্ত মোবিন-সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা নিয়ে দেহ কবর দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল কবরস্থানের কেয়ারটেকার।

বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, মূল অভিযুক্ত মোবিন-সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৫৪ বছর বয়সী এক মহিলাকে খুন করার পর তাঁর দেহ কবরে পুঁতে দিয়েছিল অভিযুক্তরা। মৃত ওই মহিলার নাম-মীনা। মঙ্গলপুরী এলাকার একটি কবরস্থানে ওই মহিলার দেহ পুঁতে দেওয়া হয়। ধৃতদের জেরা করার পর পুলিশ জানতে পারে মীনাদেবীর দেহ কবরে পুঁতে দিয়েছে তারা, এরপর বুধবারই ওই মহিলার দেহ কবর থেকে তোলা হয়।

আউটার দিল্লির ডিসিপি হরেন্দ্র কুমার সিং জানিয়েছেন, গত ২ জানুয়ারি মঙ্গলপুরী থানায় এক মহিলার নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। আমাদের টিম তদন্ত শুরু এবং তদন্তের সময় আমরা সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য প্রমাণ উদ্ধার করেছি। আমরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েকজনকে আটক করেছিলাম। ওই মহিলাকে খুনের অভিযোগে প্রধান অভিযুক্ত মোবিন, রেহান ও নবীনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে গ্রেফতার করা হয় কবরস্থানের কেয়ারটেকারকে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, মুখে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে ওই মহিলাকে। ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারার জন্যই মহিলাকে খুন করেছে তারা।

শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল গঙ্গোত্রী মন্দির, তুষারপাত হিমাচল ও কাশ্মীরেও

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): তুষারপাতের সুবাদে অপরূপ সৌন্দর্য্যে সেজে উঠল উত্তরাখণ্ডের গঙ্গোত্রী মন্দির। বুধবার গভীর রাতে ব্যাপক তুষারপাত হয় গঙ্গোত্রী মন্দির ও সংলগ্ন এলাকায়, এরপর বৃহস্পতিবার সকালে দেখা যায় শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে গঙ্গোত্রী মন্দির। তুষারপাতের পর গঙ্গোত্রীতে একধাক্কায় অনেকটাই নেমেছে তাপমাত্রার পারদ, এদিন সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বুধবার রাতে ভারী তুষারপাত হয়েছে উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলাতেও। যোশীমঠের সুনীল ওয়ার্ডেও তুষারপাত হয়েছে। তুষারপাত হয়েছে হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলাতেও। শিমলার নারকান্ডা শহরের বাড়ি-ঘর, রাস্তা, গাছ সর্বত্রই বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে যায়। উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশের পাশাপাশি তুষারপাত হয়েছে কাশ্মীরেও। কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার সোনমার্গ এলাকার জোজিলা, বলতালের কাছে তুষারধসের ঘটনা ঘটেছে বৃহস্পতিবার। যদিও, প্রাণহানির কোনও ঘটনা ঘটেনি।

চা তৈরি করতে গিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, একই পরিবারের ৬ সদস্যের মৃত্যু পানিপতে

পানিপত, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): হরিয়ানার পানিপতে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে প্রাণ হারালেন একই পরিবারের ৬ জন সদস্য। বৃহস্পতিবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পানিপতের বিচপাদি গ্রামের কাছে তহসিল ক্যাম্প এলাকায়। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন একজন পুরুষ, তাঁর স্ত্রী ও তাঁদের চার সন্তান। পানিপতের ডিএসপি ডঃ খারাব জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ ঘটেছে। পরিবারের এক সদস্য চা বানানোর জন্য আগুন জ্বালালে বিস্ফোরণ ঘটে। শ্বাসরোধে ছয় সদস্যের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

মৃতরা হলেন-আব্দুল করিম (৪৫), তাঁর স্ত্রী আফরোজা (৪০), মেয়ে ইশরাত (২০), রেশমা (১৭) ও ছেলে আব্দুশ (১২) ও আফান (১০)। মৃতদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের উত্তরঃ দিনাজপুর জেলায়। পানিপতে একটি বেসরকারি কারখানায় কাজ করতেন আব্দুল করিম। বৃহস্পতিবার সকাল ৬.৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। সেই সময় আফরোজা রান্না করছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

ব্যবসায়িক ভিসা জারির বিষয়টি বর্তমানে অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী : পীযূষ গোয়েল

ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল মার্কিন প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবসায়িক ভিসা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আমেরিকা যেতে চান, এমন মানুষজন এর ফলে উপকৃত হবেন। ওয়াশিংটনে ত্রয়োদশ ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য নীতি সংক্রান্ত মঞ্চের বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, ব্যবসায়িক ভিসা জারির বিষয়টি বর্তমানে অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী। এতে সময়কম লাগলে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হবে।

ভারতীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ভোরে সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, 'ব্যবসায়িক ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে গতি বাড়ানোর জন্য আমরা আমেরিকার কাছে অনুরোধ জানিয়েছি, ব্যবসা ও বাণিজ্যের স্বার্থে আসা মানুষজনের তাতে উপকার হবে।' পীযূষ গোয়েল আরও বলেছেন, পেশাদার এবং দক্ষ শ্রমিক, পড়ুয়া, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়িক ভ্রমণকারীদের চলাচল দুই দেশের মধ্যে প্রসারিত হচ্ছে, যা দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

সুন্দরবনে শুরু হচ্ছে পাখি উৎসব, ৭ থেকে শুরু হয়ে চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

ক্যানিং, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): এই প্রথম সুন্দরবনে শুরু হচ্ছে পাখি উৎসব। পশ্চিমবঙ্গ বনবিভাগ ও সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই পাখি উৎসব। সুন্দরবনের সজনেখালিতে এই বার্ড ফেস্টিভ্যালের সূচনা হবে। দেশ-বিদেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে পাখি প্রেমীরা এই পাখি উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন বন আধিকারিকরা। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর অজয় কুমার দাস এই বার্ড ফেস্টিভ্যালের উদ্যোগের কথা জানান।

এই পাখি উৎসবে যারা অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের কাছে সুযোগ থাকবে সুন্দরবনের গহন অরণ্যে ঘুরে ঘুরে পাখি দেখার, ছবি তোলার। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দরবনে যে ৩০০-র বেশী প্রজাতির পাখি রয়েছে সেগুলিকে শনাক্ত করা এবং নতুন কোনও প্রজাতির পাখি সুন্দরবনের জঙ্গলে এসেছে কিনা সেগুলি নথিভুক্ত করা। পাশাপাশি সুন্দরবনের প্রকৃতি, পরিবেশ সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হবে এই পাখি উৎসবের মধ্য দিয়ে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প জানিয়েছে, অনলাইনে আবেদন করা যাবে এই বার্ড ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করার জন্য। ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও বন দফতরের তিনটি ওয়েবসাইটে লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। প্রতি অংশগ্রহণকারীকে এজন্য ১০ হাজার টাকা জমা দিতে হবে বন দফতরকে। মোট ২৪ জনকে অনুমতি দেওয় হবে বলে জানানো হয়েছে বন দফতরের তরফে। প্রতিদলে ছয়জন করে থাকবেন মূল উদ্দেশ্য, " সুন্দরবনের ইউনিক ইকোলজি সম্পর্কে জানা এবং কি কি পাখি বর্তমানে সুন্দরবনে আছে সে সম্পর্কে ধারণা পেতে এই উদ্যোগ। শুধু পাখি নয়, সুন্দরবনে যে নানা সংখ্যক প্রাণী রয়েছে সেগুলি সম্পর্কেও ধারণা পেতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।"

মোট ছটি দলে ভাগ হয়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরবেন পাখি প্রেমীরা। প্রতিটি দলে একজন পাখি বিশেষজ্ঞ থাকবেন এবং একজন গাইড থাকবেন। তিনদিন ব্যাপী সুন্দরবনের নদী, খাঁড়িতে ঘুরে ঘুরে যে সমস্ত পাখির দেখা মিলবে সেগুলি সম্পর্কে ১০ ফেব্রুয়ারি সজনেখালিতে ফিরে সকলেই সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন। তাঁদের তোলা ছবি এবং তথ্য যাচাই করে ফাইনাল তালিকা তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন বন আধিকারিকরা।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

কোন সময় ফল খাওয়া উচিত কখন ফল খাওয়া মারাত্মক ক্ষতিকর

খাবার অন্তত এক ঘণ্টা পর ফল খাওয়া উচিত। কারণ খাওয়ার পরেই ফল খেলে খাবারের আগে ফল হজম হয়ে যায়। ফলের পুষ্টিগুণ শরীরে দ্রুত পৌঁছে যায় এবং খাবারের অনেক পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হয় না।

অন্যদিকে, রাতে ঘুমানোর আগে ফল খাওয়ার সবচাইতে খারাপ সময়। কারণ ঘুমানোর আগে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে ঘুম আসবে না। এমনকি রাতের খাবারটাও ঘুমানোর কমপক্ষে দুই ঘণ্টা আগে খাওয়া উচিত। অন্যথায় বদহজম দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও অন্যান্য খাবার খাওয়ার পরপরই ফল খাওয়ার মাঝখানে কমপক্ষে এক ঘণ্টার ব্যবধান রাখা উচিত। কারণ এক্ষেত্রেও বদহজম হতে পারে এবং ফলের পুরোপুরি পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হবে না। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগিদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান হওয়া উচিত অন্যান্য খাবার খাওয়ার আগে কমপক্ষে দুই ঘণ্টা।

আর অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ফল খেলে হজম পদ্ধতি ধীর করে দেয়। অর্থাত ফল দীর্ঘসময় পাকস্থলিতে থেকে যায়। যা ফলটির ''ফার্মেন্টেশন''র দিকে নিয়ে যেতে পারে। আঁশ বেশি থাকায় ফল এমনিতেই হজম হতে সময় লাগে। অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তা আরও ধীরে হজম হয়।

ফলের সর্বোচ্চ পুষ্টি গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ফল খাওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনে একবাটি তাজা ফল আপনাকে সুস্থ রাখবে। তবে তা খেতে হবে সূর্যাস্তের আগেই। এছাড়াও সূর্যাস্তের পর আমাদের বিপাক ধীর হয়ে যায় এবং কার্বস হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে।

খাবারের সঙ্গেও ফল যোগ করা উচিত নয় বা খাবারের পরপরই খাওয়া উচিত নয়। খাবার এবং ফল খাওয়ার মাঝে অন্তত দুই-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। বেশিরভাগ ফলই কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ। দ্রুত শক্তির একটি দুর্দান্ত উতস হচ্ছে ফল, তবে এটি রক্তে শর্করার মাত্রাও বাড়িয়ে তোলে। রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধির কারণে এটি ঘুমকে ব্যাহত করতে পারে।

চুলের দুর্গন্ধ কিভাবে সুগন্ধে রূপান্তরিত করবেন

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিশেষ অংশ চুল। শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত চুল আমরা কেউই পছন্দ করি না। চুলে দুর্গন্ধ হলে তা অনেক সময় বিরক্তির কারণও হয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় কি? আপনারো যদি একই প্রশ্ন থাকে তবে এ প্রতিবেদনটি আপনাকে সাহায্য করবে। চুলের জন্য সুগন্ধযুক্ত বিশেষ সিরাম ও শ্যাম্পু তৈরি করা যায়। এগুলো খুব সহজেই আপনি চাইলে বাসায় তৈরি করতে পারেন। এই চুলের সুগন্ধি বানানো খুব সহজ ও সাশ্রয়ীর পাশাপাশি পুষ্টিকর এবং বিষমুক্তও।

একটি কাচের বাটিতে, ১ টেবিল চামচ ভেষজ তেল নিন। এর সঙ্গে ১০-১২ ফেঁটা প্রয়োজনীয় সুগন্ধি তেল যোগ করুন। পছন্দমতো ল্যাভেন্ডার বা জুঁই ফুলের সুগন্ধি দিতে পারেন। এর পর এর সঙ্গে আধা কাপ পরিশোধিত গোলাপ জল মেশান। ভালোভাবে নাড়ুন এবং একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে রাখুন। বাইরে বেরোনোর আগে বা যখনই আপনার মনে হবে 'আপনার চুলে সুগন্ধ ও চমক প্রয়োজন, এটি স্প্রে করুন।

ভেষজ তেল চুলকে ময়েশ্চারাইজ এবং পুষ্ট করে, পাশাপাশি চুলের আগা ফাটা প্রতিরোধ করে। শুধু তাই নয়, এতে থাকা সুগন্ধি তেল চুলের দুর্গন্ধ দূর করে ও চুল পুনর্জীবিত করতে সহায়তা করে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে সুগন্ধি ছড়িয়ে নিলে এটি ভাল ঘুমের আমেজ তৈরিতেও সহায়তা করে। অন্যদিকে গোলাপ জল মাথার ত্বকের শুষ্কতার সঙ্গে খুশকি এবং চুলকানি কমায়।

গুড় খাওয়ার ফলে যে উপকার গুলি পাবেন জেনেনিন

সারা দিনের নানা কাজকর্মের শেষে অনেক সময় শরীরে আর শক্তি থাকে না। অসম্ভব ক্লান্ত আর অবসন্ন লাগে সারাদিন। এমন অবস্থায় হাতের কাছে একটি পানীয় হতে পারে আপনার সকল ক্লান্তির চিকিতসা। হালকা গরম পানিতে গুড় মিশিয়ে খেলেই দূর হবে সব ক্লান্তি।

গুড়ে কার্বোহাইড্রেট আছে, তাই এটি শরীরে তাতক্ষণিক এনার্জি জোগাতে সক্ষম হয়। শুধু এনার্জির জোগান দেওয়া নয়, গুড় শরীরের পক্ষে নানা দিক দিয়েই ভালো। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও গুড়ের নানা উপযোগিতার কথা বলা আছে। ওষুধের উপর নির্ভরশীল না হয়ে প্রাকৃতিক ভাবে সুস্থ থাকতে হলে গুড়ই যথেষ্ট। তবে রিফাইন করা চিনির চেয়ে আখ বা খেজুরের রস দিয়ে তৈরি গুড় স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক ভালো। এনার্জির জোগান দেওয়া ছাড়া গুড় জল আর কি কি করে উপকার করে শরীরের, সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক।

মেটাবলিজম ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় :

ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বি ১, বি ৬ ও ভিটামিন সি দ্বারা পরিপূর্ণ হল গুড়। এছাড়াও এতে আছে জিঙ্ক, সেলেনিয়াম ইত্যাদির মতো খনিজ। তাই সকালে বা রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে গুড় জল পান তা মেটাবলিজম বাড়িয়ে দেয় আর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও দৃঢ় করে।

ওজন কমায় : বেশিরভাগ সময়ই আমরা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে বলি যে মিষ্টি খেলেই ওজন বাড়ে। কিন্তু মিষ্টি খেলেও যে ওজন কমে, এটা কী ভাবে সম্ভব? গুড়ের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব। গুড়ে পটাসিয়াম আছে বলে এটি শরীরে ইলেকট্রোলাইট সমতা বজায় রাখে। তাই জল ধরে রাখার ক্ষমতা অনেকটাই কমে যায় আর বাড়তি মেদও কমে। পেশি গঠনেও সাহায্য করে গুড়। শরীর সুস্থ রাখে : গুড় প্রাকৃতিকভাবে লিভার পরিস্রুত করে এবং রক্তও পরিষ্কার করে। নিয়মিত গুড় খেলে ত্বকের উজ্জলতা বাড়বে এবং শরীর টক্সিনমুক্ত হবে।

ঘুমের ওষুধ খেয়েও চোখে ঘুম নেই? ওষুধ ছাড়াই ঘুম আসবে যেভাবে জানুন

সমস্যার নাম ঘুমের অসুখ। আক্রান্তের হিসেব শুনলে আঁতকে ওঠার কথা! শিশু থেকে বয়স্ক, বিশ্বে শতকরা প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষ ঘুমের অসুখে আক্রান্ত। সারাদিন পরিশ্রমের পরেও রাতে ঘুম না আসার সমস্যা নতুন নয়। এপাশ ওপাশ করতে করতেই রাত শেষ হয় অনেকের। এমন সমস্যা কি আপনারও? ঘুমের ওষুধ খেতে হচ্ছে প্রায়ই? কিন্তু জানেন কি, ঘুমাতে যাওয়ার আগে যদি মানেন সহজ কিছু নিয়ম, তাতেই ঘুম হবে গাঢ়।

১. পা ভিজে রেখে ঘুমতে যাবেন না। চিকিতসকদের মতে, শরীরের তাপমাত্রার একাংশ নিয়ন্ত্রণ করে পা। তাই পা ভেজা থাকলে শরীরের তাপমাত্রায় ভারসাম্য থাকে না। কাজেই ভাল করে পা মুছে, শুকনা পায়ে উঠুন বিছানায়।

২. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়ার চেষ্টা করুন। ফোন থেকে দূরে থাকুন। ঘুমের সবচেয়ে ব্যাঘাত ঘটায় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। তাই ঘুমাতে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে গ্রুপ চ্যাট, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

৩. রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ল্যাপটপ বা মোবাইলে ওয়েব সিরিজ-ছবি না দেখে, বরং কিছুক্ষণ বই পড়ুন। বই পড়লে মাথা শান্ত হয়। ফলে নিমেষেই ঘুম আসে। খবরের কাগজও পড়তে পারেন।

৪. ঘুমাতে যাওয়ার দু-ঘণ্টা আগে সারুন রাতের খাওয়া। চার ঘণ্টা আগেই নিয়ে নিন সেদিনের শেষ কফি বা চা। এই দুই নিয়মে অভ্যস্ত হতে পারলে ঘুম আসবে সহজেই।

৫. তোষক ও বিছানাও কিন্তু ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানোর অন্যতম কারণ। খেয়াল রাখুন, সেসবের গুণগত মান যেন উন্নত হয়। আরামদায়ক তোষকে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভালভাবে হয়। স্নায়ু ও পেশী আরাম পায়। ঘুম আসে নিমেষে।

৬. ঘুমনোর আগে স্নান করুন। ঠান্ডা লাগার অভ্যাস না থাকলে এটি করে দেখুন। কাজে আসবে দারুণ। ঘুমের মানও ভালো হবে। শরীর থাকবে ঝরঝরে।

জানেন কি লেবুর রসে নয়, উপকার বেশি খোসায়!

যে কোন খাবারের স্বাদ বাড়াতে লেবুর কোন জুড়ি নেই। এর সাথে লেবুর আছে সুঘ্রাণ। যা খাবারে তৃপ্তি দেয়। অনেকে আবার সুস্থতার জন্য সকালে লেবু জল পান করে থাকে। তবে আমরা লেবুর রস রেখে খোসাটা ফেলে দেই। কারণ আমরা জানিই না যে এই খোসাতে আছে কত অজানা ও চমতকার সব উপকারিতা। লেবুর রসের চেয়ে ৫-১০ গুণ বেশি ভিটামিন আছে লেবুর খোসায়। লেবু আমাদের স্বাস্থ্য, ত্বক এবং চুলের জন্যেও খুবই উপকারি। খোসাতে আছে ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের মত খনিজ উপাদান, ফাইবার ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

চলুন জেনে নেই লেবুর খোসার জাদুকরী উপকারিতা সম্পর্কে।

১. ত্বকের সানবার্ন প্রতিরোধ করতে লেবুর খোসা সরাসরি ত্বকে প্রয়োগ করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। এতে ত্বকের পোড়াভাব সহজেই দূর হয়। পাশাপাশি ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান।

২. লেবুর খোসা হজম শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় খুব সহজেই।

৩. দেহের অতিরিক্ত মেদ কমাতেও লেবুর খোসা অনেক উপকারী।

৪. এতে প্রচুর পরিমাণের ভিটামিন সি থাকায় দাঁতের জন্য বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে। লেবুর খোসা দাঁতের বিভিন্ন অসুখ থেকে রক্ষা করে। হাড়ের বিভিন্ন অসুখ যেমন, পলি আর্থারাইটিস, অস্টিওপরোসিস এবং বিভিন্ন প্রকার আর্থারাইটিস প্রতিরোধ করে।

৫. প্রত্যহ লেবুর খোসা খেলে শরীরে সাইট্রিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমায়।

৬. লেবুর খোসা শরীর থেকে স্ট্রেস কমাতে সহায়তা করে।

৭. লেবুর খোসাতে আছে সয়ালভেসস্ট্রল কিউ ৪০ ও লিমোনেন্স, যা ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করে, বাকটেরিয়াল ও ছত্রাক সংক্রমণের প্রকোপ কমায়।

৮. আমদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বজায় রাখে লেবুর খোসা, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং বিভিন্ন হৃদরোগ যেমন স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।

সোনামণির বাহারি মশারি

ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ নানা রোগে এখন আক্রান্ত হচ্ছে সব বয়সী মানুষ। শিশুরা তো আরও ঝুঁকিতে। মশারি ব্যবহার করলে মশার এই অত্যাচার থেকে নিজে যেমন বাঁচতে পারবেন, তেমনি বাঁচাতে পারবেন আপনার সন্তানকেও। তাই ব্যাঘাতহীন ঘুমের জন্য মশারি ব্যবহার উত্তম এবং নিরাপদও। বাজারে শিশুদের জন্য আছে বাহারি মশারি। এসব মশারি যেমন শিশুকে নিরাপদ রাখবে, তেমনি রঙিন মশারি ঘরে যোগ করবে বাড়তি সৌন্দর্য।

মশা থেকে বাঁচতে

নিজ ঘরে মশা থেকে বাঁচার সবচেয়ে সস্তা, দীর্ঘস্থায়ী, কার্যকর এবং নিরাপদ উপায়টির নাম মশারি। কয়েল বা ওষুধে মশা না—ও মরতে পারে, তবে চারদিক গুঁজে নিয়ে এবং ভেতরে মশা নেই, সেটা নিশ্চিত করে মশারির ভেতর ঢুকে বসে থাকলে মশা যে কামড়াতে পারবে না, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। নিউমার্কেটের মশারি ও পর্দার দোকান মায়ের দোয়া স্টোরের বিক্রয়কর্মী আশিক হোসেন জানান, সারা বছর ছোট মশারি কমবেশি চলে।

ছোটদের মশারি

ঢাকার গুলশান ১ নম্বরের এনডিসিসি মার্কেটে মশারি কিনতে এসেছেন গৃহিণী ফারজানা খন্দকার। তিনি বলেন, 'আমার আট মাসের সন্তানের জন্য বাহারি মশারি কিনতে এসেছি। দিন দিন মশাবাহিত রোগ বাড়ছে। আমার সন্তান যেহেতু সারাক্ষণ শুয়েই থাকে, তাই দেখতে সুন্দর, এমন মশারি কিনতেই মার্কেটে আসা।' ছোট শিশুদের জন্য আলাদা মশারি বেশ জরুরি। কারণ, শিশুরা একটু আগে ঘুমিয়ে পড়ে। আর তখন বড় মশারি টানিয়ে রাখা বেশ ঝামেলার। আর না টানালে মশার উৎপাতে আপনার সোনামণি আরামে ঘুমাতে পারবে না। তা ছাড়া ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ায় শিশুদের দিনের বেলায় ঘুম পাড়ালেও মশারি টানানো জরুরি। এ ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য ছোট মশারি ব্যবহারই সুবিধাজনক। আর এখন বাজারে শিশুদের জন্য বাহারি সব মশারিও পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোনোটি চেইন দিয়ে তৈরি ঘরের মতো। একে স্প্রিং মশারি বলে। কোনোটি আবার লোহার দণ্ডের সঙ্গে নেট প্যাঁচানো। কোনোটি আবার ছাতার মতো খোলা যায়। কিছু আবার আছে বিছানাসহকারে তৈরি বেড সেটিং মশারি।

আপনি চাইলে মশারি রেডিমেড কিনতে পারেন আবার বানিয়েও নিতে পারেন। তবে রেডিমেডের চেয়ে বানানো মশারিই বেশি টেকসই। অবশ্য এ জন্য খরচাপাতিও একটু বেশি গুনতে হবে। সাধারণত মশারির নেট কাপড় এবং সাইজের ওপর নির্ভর করে এর দরদামের পার্থক্য।

সন্তানকে প্লাস্টিকের বক্সে খাবার দেবেন না

বাড়িতে শিশুদের স্কুলে পাঠানোর সময় তাদের টিফিন দিতে গিয়ে রীতিমতো নাজেহাল হতে হয় মায়েদের। এক তো, এটা খাবো না, সেটা খাবো না তার উপর সুন্দর, রং চঙে, বাহারি টিফিন বক্স ছাড়া টিফিন নিতেই চায় না তারা। কিন্তু বাহারি টিফিন বক্সের চেয়েও খাবার দীর্ঘ ক্ষণ গরম আর জীবানু মুক্ত রাখাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ মায়েদের কাছে।

আর সেটাই তো স্বাভাবিক! তাই প্লাস্টিকের বাহারি টিফিন বক্সে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে ভাল করে খাবার মুড়ে তবেই শিশুকে খাবার দেন মায়েরা। এতে খাবার দীর্ঘ ক্ষণ গরম থাকছে। কিন্তু প্লাস্টিকের টিফিন বক্সের ক্ষতিকর রাসায়নিকের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্লাস্টিকের টিফিন বাক্সে বা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়ে শিশুদের টিফিন দিলেই সর্বনাশ অনিবার্য! দীর্ঘদিন ধরে এই পদ্ধতিতে খাবার খাওয়ার ফলে শিশুদের শরীরে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কারণ, এই পদ্ধতিতে খাবার খাওয়ার ফলে পরিমাণে সামান্য হলেও খাবারের সঙ্গে মেশা ক্ষতিকর রাসায়নিক একটু একটু করে জমা হতে থাকে শিশুদের শরীরে। কী ভাবে প্লাস্টিকের টিফিন বাক্স বা বা প্লাস্টিকের তৈরি কোনও পাত্রে রাখা খাবার শিশুদের ক্ষতি করে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে, প্লাস্টিকের টিফিন বক্সে বা প্লাস্টিকের তৈরি কোনও পাত্রে গরম খাবার রাখলে ওই গরম খাবারের সংস্পর্শে এসে প্লাস্টিকের পাত্র থেকে ক্ষতিকর রাসায়নিক জেনোস্ট্রেজেন নিঃসৃত হয়। পলিথিন ফয়েলে গরম খাবার মুড়ে রাখলেও একইভাবে খাবারে মেশে ক্ষতিকর জেনোস্ট্রেজেন। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই জেনোস্ট্রেজেন-এর প্রভাবে শিশুদের শরীরে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়ে রাখা খাবারও শিশুদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। ভারতীয় পুষ্টিবিদ রুজুতা দ্বিওয়েকারের মতে, খাবার দীর্ঘ ক্ষণ গরম রাখতে সেটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়ে রাখা হয়। কিন্তু এ কথা অনেকেই জানেন না, গরম খাবার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের সংস্পর্শে আসার ফলে খাবারে মিশতে থাকে অ্যালুমিনিয়াম। রুজুতা দ্বিওয়েকারের মতে, এই অ্যালুমিনিয়াম মেশানো খাবার খেলে, শরীরে ইনসুলিনের ভারসাম্য বিগড়ে যেতে পারে। ফলে স্থূলতা, ফ্যাটি লিভার এবং ডায়াবেটিসের মতো রোগের ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়। তাই এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, শিশুদের স্টিলের টিফিন বক্সে খাবার দিন। পারলে খাবার কাপড়ে মুড়ে দিন। এই পদ্ধতিতেও খাবার দীর্ঘ ক্ষণ গরম থাকবে। আর সুরক্ষিত থাকবে শিশুর স্বাস্থ্যও।

ব্রকলি খাওয়ার উপকারিতাগুলি জেনেনিন

শীতকালীন সবজি ব্রকলি। অনেকটা ফুলকপির মতো দেখতে সবুজ রঙের এই সবজির চাহিদা এখন সর্বত্র। চায়নিজ খাবারের সঙ্গে দেশি খাবারেও ব্যবহৃত হচ্ছে ব্রকলি। কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া যায় ব্রকলি।

ওজন কমাতে : ব্রকলিতে ক্যালোরির পরিমাণ কম, তাই অনেক খেলেও ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। ওজন কমানোর জন্য ক্ষুধা লাগলে ব্রকলি খাওয়া যেতে পারে।

সুস্বাদু : সালাদে এবং দেশি বা বিদেশি স্টাইলে রান্না করলে ব্রকলি খেতে অনেক সুস্বাদু মনে হয়।

ক্যান্সার প্রতিরোধ : নিয়মিত ব্রকলি খেলে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা একেবারেই কমে যায়।

পুষ্টিগুণ : ক্যালোরির পরিমাণ কম হলেও ব্রোকলিতে যে ভিটামিন ও খনিজ রয়েছে, তা শরীরের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

হাড় সুস্থ রাখতে : ব্রকলিতে ক্যালসিয়াম বেশি থাকায় হাড় শক্তিশালী ও মজবুত হয়।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট : ব্রকলিতে ভিটামিন কে, আয়রন আর পটাশিয়ামের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ ফ্ল্যাভিনয়েড, লিউটেন, ক্যারোটিনয়েড, বিটা-ক্যারোটিনসহ উচ্চমানের নানা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। এ সময় সুস্থতার জন্য তাই খাদ্যতালিকায় ব্রকলি রাখুন।

বিপাকক্রিয়া : ব্রকলি এমন একটি সবজি, যা পেটে কোনো সমস্যা তৈরি করে না এবং সহজেই হজম হয়।

ত্বক সুন্দর রাখতে : ব্রকলিতে থাকা ভিটামিন ''সি'' ত্বক সুন্দর ও মসৃণ রাখে। এ ছাড়া ব্রকলি খেলে বয়সের ছাপ চেহারায় পড়ে না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ব্রকলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ''এ'' থাকায় তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া ঠাণ্ডা কাশিও প্রতিরোধ করে ব্রকলি।

বৃহস্পতিবার সিনিয়র সিটিজেনদের আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা।

বিভিন্ন কার্য্যসূচির মাধ্যমে গোটা অসমে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত

গুয়াহাটিতে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অনুষ্ঠান

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : বিভিন্ন কার্য্যসূচির মাধ্যমে গোটা অসমে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১-তম জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির গুয়াহাটি মহানগর সমিতির উদ্যোগেও যোগাচার্য্য বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১-তম জন্মদিন পালন হয়েছেউ

স্থানীয় ভরলুমুখের নারায়ণনগরে অবস্থিত আলোক ভবনের মধুকর লিমায়ে প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বামীজির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বৌদ্ধিক পেশ করেছেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উত্তর অসম প্রান্ত সহ-কার্য্যবাহিকা সীমন্তিনী বরুয়া।

প্রাস্তাবিক বক্তব্য পেশ করেছেন সেবিকা সংসিদ্ধা দাস, এছাড়া প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রাগজ্যোতিষ কলেজের হিন্দি বিভাগের অধ্যাপিকা ড. প্রীতি বৈশ্য, মঞ্চে ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উত্তর অসম প্রান্ত সহ-সঞ্চালিকা ড. নীলিমা গোস্বামী।

যুব দিবস উপলক্ষ্যে করিমগঞ্জে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গণ থেকে বিভিন্ন ট্যাবলো সহযোগে শোভাযাত্রা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে ফের মিশন প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়।

এদিকে অনুরূপ কার্য্যসূচি গুয়াহাটি সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হচ্ছে।গুয়াহাটি, শিলচর, কালাইন, বড়খলা, বিহাড়া, তিনসুকিয়া, লামডিং, মরিয়নি, হোজাই, লংকা, ধুবড়ি, বরপেটা, বিলাসীপাড়া, গৌরীপুর, করিমগঞ্জের পাথারকান্দি প্রভৃতি বহু স্থানে যোগাচার্য্য বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১-তম জন্মদিন বিভিন্ন কার্য্যসূচির মাধ্যমে পালন হচ্ছে বলে খবর পাওয়া। গেছে

করিমগঞ্জ শহরে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রায় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, সাধারণ ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শোভাযাত্রার আগে রামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গণে অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দে সুউচ্চ মর্মমূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্প স্তবকের মাধ্যমে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থও শোভাযাত্রায় পা মিলিয়ে বিবেকানন্দের বাণী যুবসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

করিমগঞ্জ শহরের ছন্তর বাজার পয়েন্টে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠন। এদিকে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে আজ পাথারকান্দি, লোয়াইরপোয়া এবং বাজারিছড়া এলাকার বেশ কয়েকটি সামাজিক সংস্থা নানা কার্য্যসূচির মাধ্যমে বিশেষ এই দিন উদযাপন করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা বিজেপি নেতৃত্বের

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিনে বৃহস্পতিবার তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন বিজেপি নেতৃত্ব।

এদিন উত্তর কলকাতায় সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজীর পৈতৃক বাড়িতে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিজেপির কিছু নেতা। বিরোধী দলনেতা পরে ভিডিও যুক্ত করে টুইটে লিখেছেন, "স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীর শুভ উপলক্ষে আমি স্বামীজিকে প্রণাম জানাই। আধুনিক ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণকারী এবং একজন কালজয়ী যুব প্রতীক। তিনি এখনও বিশ্বজুড়ে সম্মানিত, কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে।"

মানিক 'ঘনিষ্ঠ' তাপসকে ফের সিবিআই তলব

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য্যের 'ঘনিষ্ঠ' তাপস মণ্ডলকে বুধবারই নিজাম প্যালেসে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। ফের তাঁকে ডেকে পাঠাল সিবিআই। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় সম্প্রতি তাপসকে বেশ কয়েক বার ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করল সিবিআই। এই সংক্রান্ত ইডির মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে নাম রয়েছে তাপসের। সিবিআইয়ের পাশাপাশি ইডিও তাপসকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

বৃহস্পতিবার তাপসকে তলব করা হয় বলে সিবিআই সূত্রে খবর। অনুমান করা হচ্ছে, নিয়োগ সংক্রান্ত যে সমস্ত দাবি তিনি সিবিআইয়ের কাছে করেছেন, সেই সংক্রান্ত নথি নিয়ে সিবিআই দফতরে আসতে পারেন তাপস। জেরায় এক যুব তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে কোটি কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগও এনেছিলেন তাপস। বলেছিলেন কিছু নথি দিয়েছেন। পরে আরও নথি দিতে পারেন। এই ঘটনার তদন্তে নেমে ইডি বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য্যের পাশাপাশি তাপসেরও নাম জানতে পারে। যিনি নিজে ডিএলএড কলেজের অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রধান পদে ছিলেন, এমনকি তাঁর নিজের বেশ কয়েকটি বেসরকারি কলেজও রয়েছে।

টেটের প্রশিক্ষণের ডিগ্রি, ডিএলএডের কলেজের থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাপসের বিরুদ্ধে। এই সমস্ত কলেজে নিয়ম এড়িয়ে অফলাইনে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রীদের থেকে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

ডোকলামের পরিস্থিতির দিকে নিবিড় নজর রয়েছে, পর্য্যবেক্ষণে রয়েছে সমস্ত কার্যকলাপ : সেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): ডোকলামের পরিস্থিতির দিকে নিবিড় নজর রাখা হচ্ছে বলে জানালেন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে। তিনি জানিয়েছেন, পর্য্যবেক্ষণে রয়েছে ডোকলামের সমস্ত কার্য্যকলাপ। সেনা দিবসের প্রাক্কালে নতুন দিল্লিতে বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলে সেনাপ্রধান জেলারেল মনোজ পান্ডে বলেছেন, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ভারতীয় সেনা যেকোনো রকম পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে প্রস্তুত।

তিনি আরও জানান, 'আমরা পরিস্থিতির (ডোকলামে) দিকে নিবিড় নজর রাখছি এবং সেখানে যে সমস্ত কার্য্যকলাপ চলছে তার উপর নজর রাখছি।' সেনাপ্রধান এদিন আরও জানিয়েছেন, 'ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর্টিলারিতে মহিলা অফিসারদের কমিশন করা হবে। আমরা সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি এবং আমরা আশা করছি তা গৃহীত হবে।'

"স্বামীজি শিক্ষাব্যবস্থার এমন হাল দেখলে দেশছাড়া হতেন" মন্তব্য শুভেন্দুর

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : জন্মতিথিতে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তৃণমূলকে খোঁচা দিতে ছাড়লেন না শুভেন্দু অধিকারী। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুকে হাতিয়ার করে রাজ্যের শাসকদলকে বিঁধলেন বিরোধী দলনেতা।

বৃহস্পতিবার সকালে সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানাতে যান শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। স্বামীজিকে শ্রদ্ধা জানানোর পর তৃণমূলকে খোঁচা দিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক বলেন, "স্বামীজি এই শিক্ষা দেখে বাংলা থেকে প্রস্থান করতেন। অন্য কোনও রাজ্য বা দেশে গিয়ে আশ্রয় নিতেন। এরাজ্যের শিক্ষার যা অবস্থা করেছে। গোটা শিক্ষা দফতরটাই ভিতরে।"

এদিন নাম না করে তৃণমূল নেতাদের কটাক্ষ করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, "এবার প্রথম দেখলাম স্বামীজির জন্মভিটায় আসার রাস্তায় স্বামীজির ছবি ছোট। কার্বাইডে পাকানো নেতার ছবি বড়।"

এজলাসের বাইরে বিক্ষোভের প্রতিবাদে 'লইয়ার্স ফর জাস্টিস'

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : এজলাসের বাইরে বিক্ষোভের প্রতিবাদ তুলে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার দ্বারস্থ 'লইয়ার্স ফর জাস্টিস' নামে আইনজীবী সংগঠন। বৃহস্পতিবার বিকেলে স্মারকলিপি জমা দেবেন তাঁরা। এদিকে, এজলাসের বাইরে বিক্ষোভের ঘটনায় আরও কড়া বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা।

ঘটনার সূত্রপাত গত সোমবার। ওইদিন সকাল থেকে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি মান্থার এজলাসে গেট আটকে বিক্ষোভে শামিল হন আইনজীবীদের একাংশ। তিনি এজলাসে এসেও বিক্ষোভের জেরে চলে যান। 'লইয়ার্স ফর জাস্টিস'-এর সদস্যদের দাবি, এই ঘটনা আইনজীবীদের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। যে বা যারা এই কাজ করেছেন তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে হবে।

যারা এজলাসের বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁদের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চিহ্নিত করার নির্দেশ কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতির। হাই কোর্ট সূত্রে খবর, মান্থার নির্দেশের পরই শুরু হয়েছে শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া।

বিচারপতির বিরুদ্ধে আদালতের বাইরের দেওয়ালে পোস্টার দেখা গিয়েছে। তাতে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ছবি দিয়ে ইংরাজিতে লেখা — "লজ্জা, বিচারব্যবস্থার নামে কলঙ্ক! কেউ আবার প্রশ্ন তুলেছেন — কোথায় আসল বিচার মিলবে?"

প্রকাশ্যে গুলি তৃণমূল কর্মীকে, চাঞ্চল্য কেতুগ্রামে

কেতুগ্রাম, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম এলাকায় ভরা বাজারে প্রকাশ্যে গুলি তৃণমূল কর্মীকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য। গুলিতে মৃত্যু হয়েছে কাটোয়ার বালি ব্যবসায়ী তথা তৃণমূল কর্মী দুলাল শেখের। বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, এদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কেতুগ্রামের আমগরিয়ায় আত্মীয়র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বালি ব্যবসায়ী দুলাল শেখ। সেখানেই বাজারে বসে কথা বলছিলেন তিনি। অভিযোগ, সেই সময় কেউ খুব কাছ থেকে তাঁকে গুলি করে মাথায়। এরপরেই দুষ্কৃতী এলাকা ছেড়ে পালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুলালবাবুর। এলাকায় তিনি সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। জনবহুল এলাকায় এভাবে শুট আউটের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। পুরনো আক্রোশের জেরে দলেরই লোকজন তাকে খুন করেছে বলে অভিযোগ পরিবারের। তবে সঠিক কী কারণে খুন ঘটনার তদন্তে কেতুগ্রাম থানার পুলিশ।

এই প্রথম চারটি ভাষায় অভিধান প্রকাশিত

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি স)। এই প্রথম ইংরাজি, বাংলা, হিন্দি এবং উর্দু এই চারটি ভাষায় অভিধান প্রকাশিত হল। বুধবার রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গনে বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হল উপাচার্য্য ডঃ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুর্ভাষিক অভিধান' গ্রন্থটির।

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলা আকাদেমির সভাপতি ও শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু।

ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, "বহু ভাষাবিদ, সুপণ্ডিত জ্যোতিভূষণ চাকির অকস্মাৎ প্রয়াণে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির এই মহতী প্রকল্প হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। আকাদেমির উদ্যোগে দীর্ঘদিন পর এটি পুনরুজ্জীবিত হয় অধ্যাপক সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়। একাধিক ভাষায় অধিকারসম্পন্ন অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় নিবিড় মনোযোগে পূর্ণ করেছেন সকল অসম্পূর্ণতা, সম্পন্ন করেছেন সংযোজন সংশোধন, কখনো-কখনো আমূল পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিলম্বিত হলেও অবশেষে এই চতুর্ভাষিক অভিধান পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশ করা সম্ভব হল। গ্রন্থপ্রকাশের এই মুহূর্তে প্রয়াত জ্যোতিভূষণ চাকী-র প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আমাদের প্রত্যয়, এই অভিধান বাংলা অভিধান-চর্চায় বিশেষ সম্পদ হয়ে উঠবে।"

সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "শব্দসংগ্রহ ও সংকলন, পাণ্ডুলিপি-সংশোধন, ছাপা ইত্যাদি অতি দুরূহ পর্ব অতিক্রম করে নানাবিধ আপাত তুচ্ছ অথচ অপরিহার্য্য কাজের শেষে দীর্ঘ ছয় বছর পর চারটি ভাষার বিপুল সংখ্যক শব্দে ঋদ্ধ এই অভিযানের সংকলনকার্য্য সমাধা হল। তবে যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও অভিধানটি হয়তো সামগ্রিক নির্ভুল নয়। এক্ষেত্রে যে-কোনো ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি জানা গেলে, পরবর্তী সংস্করণে সেগুলির সংশোধিতরূপ গ্রন্থে যুক্ত করা হবে।

এমন একটি সম্মাননীয় প্রকল্পের দায়িত্বভার দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির পরিচালন পর্ষদকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই বিলম্বিত প্রকল্প, গ্রন্থ রূপে প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা আকাদেমির বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক ব্রাত্য বসুর সক্রিয় ভূমিকার কথাও প্রসঙ্গত অবশ্যস্বীকার্য্য। তাঁকে আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ।"

বিবেকানন্দের জন্মদিনে বেলুড় মঠে সকাল থেকেই ভক্তদের ঢল

হাওড়া, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : বৃহস্পতিবার স্বামী বিবেকানন্দের ১৬০-তম জন্ম দিবস, একই সাথে ৩৯-তম জাতীয় যুব দিবস। এই উপলক্ষে বেলুড় মঠে প্রতি বছরের মত নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সকাল থেকেই স্থানীয় বিভিন্ন স্কুল, ক্লাব এবং মঠের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের সদস্যরা স্বামীজির প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে গান করতে করতে বেলুড় মঠে আসেন। তাঁরা স্বামীজির মন্দিরে প্রণাম নিবেদন করে বেলুড় মঠ প্রদক্ষিণ করে মূল মন্দিরের পাশে নির্মিত অস্থায়ী মণ্ডপে গিয়ে বসেন। সকাল দশটা থেকে শুরু হয় নানা অনুষ্ঠান। প্রায় দেড় ঘন্টার এই অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের পর উদ্বোধনী সংগীত, প্রস্তাবনা, ধর্মীয় আলোচনা, সংগীত, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নানান বক্তব্য, যোগব্যায়াম প্রদর্শনী ইত্যাদি হয়। পরিশেষে সকলে হাতে হাতে প্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফেরেন।

স্বামীজীর বিচারধারা ও আদর্শ সর্বদা দেশবাসীকে সঠিক দিশা দেখাতে থাকবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী টুইটে লিখেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের বিচারধারা ও আদর্শ সর্বদা দেশবাসীকে সঠিক দিশা দেখাতে থাকবে।

১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বৃহস্পতিবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁর জীবনাদর্শ সর্বদা দেশপ্রেম, আধ্যাত্মিকতা এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্য অনুপ্রাণিত করে। তাঁর মহান চিন্তা ও আদর্শ সর্বদা দেশবাসীকে সঠিক দিশা দেখাতে থাকবে।

ভারত সর্বদা দক্ষিণ গোলার্ধের সঙ্গে উন্নয়নমূলক অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): দক্ষিণ গোলার্ধের সঙ্গে ভারত সর্বদা উন্নয়নমূলক অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছে। মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার 'ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ শিখর সম্মেলন'-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমাপনী বক্তব্য রেখেছেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন,বিশ্বজুড়ে উদ্ভূত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের বেশিরভাগটাই দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলির জন্য তৈরি না হলেও, তারাই প্রভাবিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আপনাদের কণ্ঠ ভারতের কণ্ঠস্বর, আপনাদের অগ্রাধিকার ভারতের অগ্রাধিকার।'

তিনি বলেছেন, কোভিড-১৯ অতিমারি, জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাসবাদ এমনকি রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত তা আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন আরও বলেছেন, মানবতার তিন-চতুর্থাংশ মানুষ দক্ষিণ গোলার্ধের দেশে বসবাস করে। ভারত সর্বদা দক্ষিণ গোলার্ধের সঙ্গে উন্নয়নমূলক অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছে। আমাদের উন্নয়ন অংশীদারিত্ব সমস্ত ভৌগলিক এবং বিভিন্ন সেক্টরজুড়ে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমাদের সকলকে একসঙ্গে একটি বৈশ্বিক এজেন্ডার আহ্বান করা উচিত। স্বীকৃতি দেওয়া, সম্মান করা এবং প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত।

দেশের উত্তর সীমান্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু একইসঙ্গে অনিশ্চিত : সেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): চিনের সঙ্গে এলএসি-তে পরিস্থিতি স্থিতিশীল, কিন্তু অপ্রত্যাশিত। মন্তব্য করলেন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সেনাপ্রধান মনোজ পান্ডে বলেছেন, 'উত্তর সীমান্তে পরিস্থিতি স্থিতিশীল, কিন্তু অপ্রত্যাশিত। আমরা সাতটি সমস্যার মধ্যে পাঁচটি সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা সামরিক ও কূটনৈতিক উভয় পর্য্যায়েই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। যে কোনও জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আমাদের কাছে যথেষ্ট রিজার্ভ রয়েছে।'

জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি সম্পর্কে সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে বলেছেন, 'যতদূর জম্মু ও কাশ্মীরের বিষয়, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির সংঘর্ষবিরতি বোঝাপড়া ভালভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে, সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসের পরিকাঠামোগত আন্তঃসীমান্ত সমর্থন এখনও রয়ে গিয়েছে।' উত্তর-পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে সেনাপ্রধান বলেছেন, উত্তর-পূর্বের বেশিরভাগ রাজ্যে শান্তি ফিরে এসেছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং উন্নয়নমূলক প্রয়াসের ভালো ফল এসেছে।'

মানিকগঞ্জে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম ভেঙে টাকা লুঠের চেষ্টা

মানিকগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : বুধবার রাতের অন্ধকারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম ভেঙে টাকা লুঠের চেষ্টা করল একদল দুষ্কৃতী। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মালকানির ঘটনা। বৃহস্পতিবার সকালে খারিজা বেরুবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মালকানি বাজারে অবস্থিত একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম ভেঙে লুঠের চেষ্টার ঘটনা সামনে আসে। তারপরেই পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

ঘটনাস্থলে আসেন অ্যাডিশনাল এসপি সন্দীপ সেন, কোতোয়ালি থানার আইসি অর্ঘ্য সরকার, মানিকগঞ্জ আউট পোস্টের ওসি ধনঞ্জয় মজুমদার। টাকা খোওয়া যায়নি বলেই ব্যাংকের কর্মীরা এটিএমটি পরীক্ষা করে নিশ্চিত করেন। পুলিশ জানিয়েছে, এটিএম ভাঙার জন্য দুষ্কৃতীদের আনা গ্যাস সিলিন্ডার সহ গ্যাস কাটার উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের দাবি, বহিরাগত দুষ্কৃতীরাই ওই হামলা চালিয়েছে এবং এটিএম ভাঙার কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় টাকা হাতাতে মেশিনের যে জায়গায় ভাঙা প্রয়োজন তাতে হাত দেয়নি তারা। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

প্রেমে বাধা দেওয়ায় মেয়ের মাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কাটলো প্রেমিক

ক্যানিং, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : মেয়েকে প্রেমে বাধা দেওয়ায় চরম পরিণতি ঘটলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ঘুটিয়ারিতে। বুধবার রাতের অন্ধকারে বাড়িতে এসে মেয়ের মাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা, হাতে এলোপাথাড়ি ছুরি মারল সেই প্রেমিক। ঘটনাটি ঘটেছে ঘুটিয়ারী শরীফ উত্তর মাখালতলা এলাকায়।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, ক্লাস নাইনের এক নাবালিকা মেয়েকে ভালোবাসতো এলাকারই এক ছেলে। নাম আজহারুল লস্কর(ধীরেন)। কিন্তু তাদের মধ্যে সেই ভালোবাসা ও তাদের বিয়ে করা নিয়ে বাধা দিয়েছিল ক্লাস নাইনের ওই নাবালিকার মা লুৎফর সর্দার। এরপর সেই আক্রোশে ওই যুবক রাতের অন্ধকারে প্রেমিকের বাড়ির মধ্যে গিয়ে প্রথমে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারে পাইপ খুলে দেয়। ঘরের মধ্যে পেট্রোল ছড়িয়ে দেয়। পরবর্তীকালে ওই যুবক ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রেমিকার মাকে ঘুমন্ত অবস্থায় গলায় আঘাত করে বলে অভিযোগ। এরপরে ওই নাবালিকার মা চিৎকার করার পর প্রতিবেশীরা চলে আসলে পালিয়ে যায় ওই যুবক। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে নিয়ে প্রথমে এলাকার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু গলায় গভীর ক্ষত চিহ্ন হওয়ায় তাকে কলকাতা চিত্তরঞ্জনে পাঠানো হয়। সেখান চিকিৎসাকরা চিকিৎসা করার পরে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেয়। জানা যায়, এই ঘটনার সময় ওই নাবালিকা রাতে প্রতিবেশীদের সাথে বাড়ির পাশে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুনতে গিয়েছিলো। তবে ঘটনার পড়ে এলাকায় আসে ঘটিয়ারি শরিফ ফারির পুলিশ। তবে এই ঘটনায় প্রেমিকের মা ছেলের নামে অভিযোগ নিয়ে পুরো বিষয়টি অস্বীকার করে। কিন্তু তদন্ত নেমে পুলিশ ওই যুবককে গভীর রাতেই গ্রেফতার করে এবং তার কাছ থেকে সেই ধারালো অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে জানা যায়। পুরো বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে ঘুটিয়ারি থানার পুলিশ।

ক্ষেত্রীর ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা, হত বাই-সাইকেল আরোহী

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : গুয়াহাটি মেট্রোর উপকণ্ঠ ক্ষেত্রীর ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে জনৈক বাই-সাইকেল আরোহীর। ঘটনা আজ বৃহস্পতিবার সকালে ক্ষেত্রীর উলনি এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নগাঁও অভিমুখী দুরন্ত একটি চার চাকার গাড়ির ধাক্কায় বাই-সাইকেল আরোহী ছিটকে পড়েন। ফলে মাথায় প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন তিনি। নিহত বাই-সাইকেল আরোহীকে মইনাজানের জনৈক ব্যবসায়ী মোহনবাসী দাস (৬০) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এদিকে দুর্ঘটনা সংঘটিত করে আরও দ্রুতগতিতে পালিয়ে যায় গাড়িটি। জানা গেছে, নিজের দোকানের সামগ্রী কিনতে জাতীয় সড়ক ধরে বাজারে আসছিলেন মোহনবাসী। কিন্তু রাস্তা পার হতে গেলে শোকাবহ সড়ক দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়।

সুপ্রিম কোর্টে ফের পেছোচ্ছে অভিষেক-রুজিরার আবেদনের শুনানি

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : ইডির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে ফের পেছল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী রুজিরার আবেদনের শুনানি। শুক্রবার তাঁর মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও, সেই সম্ভাবনা নেই বলে জানাচ্ছে শীর্ষ আদালতের ওয়েবসাইট।

অনেক সময়ই শুনানির সম্ভাব্য দিন পরিবর্তন হয়ে যায়। কোনও এক পক্ষের আইনজীবী আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলার শুনানির দিনবদল নিয়ে আর্জি জানাতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আদালত মামলার শুনানি এগিয়ে বা পিছিয়ে দিতে পারে।

ওয়েবসাইট জানাচ্ছে, আগামী ৩১ জানুয়ারি শুনানির তালিকায় মামলাটি নথিভুক্ত হতে পারে। এই দিনটিকেই মামলার সম্ভাব্য শুনানির দিন হিসাবে ধার্য্য করা হয়েছে। ওই দিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হতে পারে অভিষেকের আবেদনের।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে গিয়েছিল। সেই সময় ১৩ জানুয়ারি এই মামলার 'সম্ভাব্য শুনানির দিন' বলে জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এখন আবার মামলার শুনানির 'নতুন সম্ভাব্য দিন' জানাল শীর্ষ আদালত।

নিউটাউনে দুর্ঘটনা, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিভাজিকায় ধাক্কা বাইকের, মৃত ২ যুবক

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : রাতের নিউটাউনে ফের দুর্ঘটনা। মৃত্যু হল ২ জনের। বুধবার গভীর রাতে ইকো পার্কের কাছে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে বাইকটি। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। জখম আরও এক কিশোর।

পুলিশ সূত্রে খবর, তিনজন আরোহীকে নিয়ে রাতে দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল বাইকটি। নিয়ন্ত্রণে হারিয়ে ডিভাইডার ধাক্কা মারে বাইকটি। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। এক কিশোর গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভরতি। মৃতদের নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, তিনজনই মদ্যপ ছিল বলে অনুমান। অত্যন্ত দ্রুতবেগে বাইক চালাচ্ছিল তারা।

কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে মদ্যপ হয়ে দ্রুত গতিতে বাইক চালানো নিয়ে বারবার সতর্ক করা হয়েছে। সেই কথা মানছে না অনেকেই। যার জেরেই একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে রাতের শহরে।বছরের প্রথম দিনই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী ছিল নিউটাউন। তার রেশ কাটার আগেই ফের সেখানে দুর্ঘটনা।

ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক সড়ক সুরক্ষা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারী।। সড়ক সুরক্ষা দিবস উপলক্ষে ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালিত হয় বৃহস্পতিবার। সড়ক সুরক্ষা দিবস উপলক্ষে কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় এর সামনে থেকে বৃহস্পতিবার এক রেলি অনুষ্ঠিত হয়। এনএসএস, সিভিল ডিফেন্স, মোটর শ্রমিক সহ অন্যান্যরা এই রেলিতে অংশগ্রহণ করে। রেলি করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এসে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে মূল অনুষ্ঠানে শামিল হয়। আয়োজিত অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিবহন আধিকারিক তরুণ বিকাশ তালুকদার, এডিএম সত্যব্রত নাথ, এসডিএম প্রদীপ সরকার, ডিএসপি ট্রাফিক প্রসেনজিৎ নট্ট, কৈলাশহর ই-রিক্সা সভাপতি দিলীপ চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। ১১ই জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিবছরের ন্যায় এবারও সড়ক সুরক্ষা উদযাপন করা হবে। গত বৎসর ঊনকোটি জেলাতে পথ দুর্ঘটনায় মোট ১৪ দিনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩২ জন মারাত্মক আহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা পরিবহন আধিকারিক।

হস্তশিল্প কারিগরদের জন্য উৎকর্ষ কেন্দ্রের উদ্বোধন ইন্দ্রনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারী।। হস্ত তাঁত, হস্ত কারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার রাজধানীর ইন্দ্রনগর আইটিআই রোড এলাকায় হস্তশিল্প কারিগরদের জন্য একটি উৎকর্ষ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। ফিতা কেটে হস্তশিল্প কারিগরদের জন্য উৎকর্ষ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া। সাথে উপস্থিত ছিলেন হস্ত তাঁত ও হস্ত কারু নিগমের চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী সহ অন্যান্যরা। এইদিনের অনুষ্ঠানে হস্ত তাঁত ও হস্ত কারু শিল্পীদের মধ্যে বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া বলেন স্ব-নির্ভর ভারত ও স্ব-নির্ভর ত্রিপুরা গড়ার বিষয়ে সকলকে চিন্তা করতে হবে।

‘গণশক্তি‘-র উদ্ধৃতি দিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ সুকান্ত মজুমদারের

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি. স.) : সিপিআইএমএর দৈনিক মুখপত্র ‘গণশক্তি‘-র প্রকাশিত খবরের উদ্ধৃতি দিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

‘গণশক্তি‘-র প্রথম পৃষ্ঠায় বৃহস্পতিবার প্রকাশিত খবরে লেখা হয়েছে, “ন্যূনতম দর ৩ থেকে ৬ লক্ষ টাকা। মূলত গ্রামীণ এলাকার চাকরিপ্রার্থী যুবক-যুবতীরাই টার্গেট। শুধুমাত্র হুগলী জেলায় এমন ৩২৫জন চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে চাকরি দেওয়ার নাম করে ১৯ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার তুলেছেন খুব তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সম্পাদক কুন্তল ঘোষ।তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ। নিয়োগ কাণ্ডে ধৃত পার্থ চ্যাটার্জি ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অপসারিত সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য্যেরও ঘনিষ্ঠ হুগলীর বলাগড়ের বাসিন্দা এই যুব তৃণমূল নেতা। বুধবার সন্ধ্যায় নিজাম প্যালেসে সিবিআই দপ্তরে দাঁড়িয়েই সাংবাদিকদের কাছে এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে আনলেন নিয়োগ কাণ্ডে ইডি”র চার্জশিটে মানিক ভট্টাচার্য্যের সঙ্গেই অভিযুক্ত আরেক শিক্ষা ব্যবসায়ী তাপস মণ্ডল। তাঁর দাবি তিনি সিবিআই-কে এই তথ্য দিয়েছেন। প্রথমদিকে সিবিআই ঐ যুব তৃণমূল নেতাকে জেরা না করলেও বুধবার তাঁকে তলব করে দীর্ঘ জেরা করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই।”এই খবর এবং গত ৩০ নভেম্বর প্রকাশিত রাজ্য যুব তৃণমূলের কার্য্যনির্বাহী পরিষদের নামতালিকা যুক্ত করে সুকান্তবাবু টুইটারে লিখেছেন, “দরিদ্রদের লুট করুন এবং টিএমসির যুব শাখার কমিটিতে নির্বাচিত হওয়ার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিক্ষকদের ক্যারিয়ার ধ্বংস করুন। কুন্তল ঘোষের ক্ষেত্রেও একই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কুন্তল ভাইপোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটি দেখবেন না।“

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দিলেন নাড্ডা

● **প্রথম পাতার পর**

সেই দাবি করেছেন। শুধু তাই নয়, করোনার প্রকোপে আমেরিকা, ইউরোপ দেশগুলি এখনো টিকাকরণে সাফল্য পায়নি। অথচ, আমাদের দেশে টিকার দুইটি ডোজের সাথে বুসটার টিকা দেওয়াও অনেকাংশে সফল হয়ে গেছে। তিনি বলেন, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। পরিশেষে তিনি সকলের কাছে আবারও বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার আবেদন রেখেছেন।

সাব্রুম

● **প্রথম পাতার পর**

যাচ্ছিল। ওই ট্রেনের নীচে কাটা পরে তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। খবর পুলিশ গিয়ে রেল লাইন থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে এবং ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। ময়না তদন্তের পর ওই মহিলার মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আহত দুই

● **প্রথম পাতার পর**

দমকল বাহিনীকে। অবশেষে বেলা তিনটা নাগাদ আরেকটি ইঞ্জিন এনে ওই ট্রেন আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনী

● **প্রথম পাতার পর**

এদিন তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন গতকাল সমস্ত রাজনৈতিক দল, জেলা শাসক, জেলা পুলিশ সুপার, নির্বাচনী আধিকারিক, পুলিশের মহা নির্দেশক, মুখ্য সচিব সহ অন্যান্যদের সাথে বৈঠক করেছে। বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হয়েছে। তাতে, ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনের সমস্ত আয়োজন সঠিকভাবে করা হয়েছে বলেই জানা গেছে। তাঁর কথায়, কমিশন ত্রিপুরায় অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে। হিংসামুক্ত পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার সমস্ত প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা চাইছে কমিশন।তাঁর বক্তব্য, দেশে অধিকাংশ রাজ্যেই নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের প্রবণতা কমেছে। ত্রিপুরায় ওই পরিস্থিতি পরিবর্তনে জোর প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, নির্বাচনের সাথে যুক্ত সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোটারদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে অবহেলা হলে তাঁদের জবাব দিতে হবে। প্রয়োজনে কমিশন কঠোর ব্যবস্থা নেবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কড়া বার্তা, প্রথমে আসলে প্রথম সুবিধা মিলবে, এই পদ্ধতিতে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ সুনিশ্চিত করা হবে।তাঁর দাবি, সমস্ত ভোট কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন থাকবে। ইভিএম সংরক্ষণেও কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। এমনকি, সমস্ত চেকপোস্ট এবং নাকা পয়েন্টেও কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দায়িত্বে থাকবেন অবজারভারগণ। প্রার্থী এবং পুলিং ও কাউন্টিং এজেন্টদের নিরাপত্তা জেলা শাসক এবং জেলা পুলিশ সুপারগণ সুনিশ্চিত করবেন।এদিন তিনি জানান, নির্বাচনকে ঘিরে অভিযোগ জানানোর জন্য মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও ইভিজিল অ্যাপস-র মাধ্যমেও অভিযোগ জানানো যাবে। তিনি বলেন, ৫০ শতাংশ ভোটকেন্দ্রে ওয়েব কাস্টিং-র ব্যবস্থা থাকবে। এক্ষেত্রে সমস্ত ক্যামেরা সচল থাকে, নির্বাচনী আধিকারিকদের তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, সমস্ত বুথে একজন করে মাইক্রো অবজারভার থাকবেন। তিনি কেন্দ্রীয় কর্মচারী হবেন।

তাঁর সাফ কথা, নির্বাচনে সরব প্রচারের সময়সীমা সমাপ্ত হওয়ার পর কোন ধরণের সভা কিংবা প্রচার করা যাবে না। এমনকি নির্বাচনে বিজ্ঞাপন প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলিকে এমসিএমসি কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। তাঁর দাবি, ভুয়ো খবরের সত্যতা যাচাইয়ে টিম গঠন করা হবে। এক্ষেত্রে কমিশন প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। তিনি বলেন, মাদক পাচার, বেআইনি আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে কঠোর নজরদারি চালানো হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মূল পান্ডাকে জালে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর দাবি, আগামী নির্বাচনে মহিলা, দিব্যঙ্গন এবং নতুন ভোটারদের সশক্তিকরণের উদ্দ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিন তিনি সাফ জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের পরিস্থিতি রয়েছে। অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাঁর আশ্বাস, শান্তিপূর্ণভাবেই ত্রিপুরায় ভোট উতব পালিত হবে। ভোটারদের পাশাপাশি সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদেরও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। সাথে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়ানো অনেকের স্বভাব। মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করাই কমিশনের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে কোন গাফিলতি এবং অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না।

ওয়াসনিক

● **প্রথম পাতার পর**

সিনিয়র নেতারা পিসিসি, মহিলা কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস, সেবাদল এবং দলের অন্যান শাখার সদস্যদের সাথে বৈঠক করেছেন।সাংবাদিক সম্মেলনে ওয়াসনিক বলেন, ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি সুশাসনের নামে সন্ত্রাসের রাজত্ব জারি করেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভয়াবহ সংকটে রয়েছে। এটা কি? ত্রিপুরার মানুষ বিজেপির কাছে কী চেয়েছিল?’বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার বক্তব্যকে উপহাস করে ওয়াসনিক বলেন, নাড্ডা জি এখানে বিজেপিকে ভোট চাইতে এসেছেন। তিনি হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা যেখানে কয়েকদিন আগে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়েছে। যদি তার নিজের রাজ্যের মানুষ না শোনেন তাঁর কথা। বছরের পর বছর ধরে তাঁকে জানার পরেও তাঁর কথা, তিনি কি ত্রিপুরার মানুষ এতটাই বোকা মনে করেন যে তারা বিজেপির পক্ষে ভোট দেবেন। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে, বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে মহিলাদের নিরাপত্তা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হবে। এক প্রভাবশালী বিজেপি নেতার ছেলে একটি চাঞ্চল্যকর গণধর্ষণ ঘটনার সাথে যুক্ত। মোহনপুরের একটি ঋণগ্রস্ত পরিবার আত্মহত্যা করেছে। এই ঘটনাগুলি পরিস্থিতির প্রমাণ দিচ্ছে।ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির মধ্যে সিপিআইএম-এর জোটের প্রস্তাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, কংগ্রেস নেতা কিছু প্রকাশ করতে রাজি হননি তবে স্বীকার করেছেন যে আলোচনা চলছে। তিনি বলেন, কথাবার্তা চলছে কিন্তু এ ধরনের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত যেকোন বিষয়গুলো যখন সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করবে তখন তা প্রকাশ করা হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সবকিছু প্রকাশ করা হবে বলে জানান তিনি।তিনি বলেন, আমরা রাজনৈতিক শক্তিগুলির একটি শক্তিশালী সংমিশ্রণ তৈরি করতে চাই যা বিজেপিকে ঠেকাতে পারে। কংগ্রেস কর্মীরা দিনরাত কাজ করে চলেছেন এবং বিজেপিকে পরাস্ত করা সম্ভব হবেই। ওয়াসনিকের সাথে ছিলেন ত্রিপুরার ইন-চার্জ কংগ্রেস সিডব্লিউসি সদস্য ডঃ অজয় কুমার, ত্রিপুরা নির্বাচনের পর্যবেক্ষক অরবিন্দর সিং লাভলি এবং লোকসভা সাংসদ আব্দুল খালিদ সহ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সহ অন্যান্যরা।

প্রতারক

● **প্রথম পাতার পর**

সন্দেহভাজন বিশ্বজিৎ দেবনাথ পলাতক ছিল। পুলিশ তার মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে বুঝতে পেরেছিল ওই ব্যক্তি উড়িষ্যায় অবস্থান করছে। উড়িষ্যা থেকে রাজ্যে ফিরতেই বুধবার তাকে আটক করে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ। তাকে আটক করে তার কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত ৬ লক্ষ টাকার সোনা গয়না উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। আটক ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে পুলিশ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে সদরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অজয় কুমার দাস জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তি আরো কোন বড় ধরনের ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। এসব বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।। আটক বিশ্বজিৎ দেবনাখেপ বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। তাকে পুলিশের রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার কাছ থেকে আরো তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করবে পুলিশ। উকিল নামধারী ওই ব্যক্তির এ ধরনের কর্মকান্ড ঘিরে চিত্তরঞ্জন সহ পার্শবর্তী এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

ধর্মনগরে

● **প্রথম পাতার পর**

লাগার দৃশ্য দেখে চিৎকার দেন। চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন সহ প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় পানিসাগর দমকল বাহিনীকে। কিন্তু ততক্ষণে ওই মহিলার শরীরের অনেকটাই পুড়ে যায়।

দমকল কর্মীরা মিনতিকে উদ্ধার করে পানিসাগরের মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছেন, মৃতদেহের হাতের চুড়ি দেখে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে শনাক্ত করেছেন।এলাকাবাসীর বক্তব্য, ওই মহিলার স্বামীর বছর দশেক আগে মৃত্যু হয়েছে। এরপর থেকে পরিবারে আর্থিক অনটন তাঁকে মানসিকভাবে অসুস্থ করে তুলেছিল। তাই হয়তো শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি, ধারনা করছে এলাকাবাসী।

রঙিয়ায় ডিআরএম কার্যালয়ে স্থাপিত ইন্টিগ্রেটেড সিগন্যাল ও টেলিকম কন্টোল

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : রঙিয়ায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম)---এর কার্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছে ইন্টিগ্রেটেড সিগন্যাল ও টেলিকম কন্টোল। সুরক্ষিত ও দ্রুত ট্রেন চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় সিগন্যালিং সিস্টেম, বৃহৎ পরিমাণের লোকোমোটিভ সহ অন্যান্য রোলিং স্টক ও ট্র্যাকের কার্যকরী ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি বিস্তৃত রেলওয়ে কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের প্রশাসনের জন্য দায়বদ্ধ সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ। ট্রেন পরিচালনা ও কর্মচারী ব্যবস্থাপনা ও যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের নিজস্ব রেলওয়ে টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক রয়েছে, জানান উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

সব্যসাচী দে বলেন, কমিউনিকেশন টেকনোলজির ক্রমাগত অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যাল ও টেলিকম টিমের মধ্যে আজকের দিনে উন্নতমানের সমন্বয়তা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে, সিগন্যাল গিয়ারগুলির পর্যবেক্ষণ দূর থেকেই করা হবে।

সিগন্যাল ও টেলিকম নিয়ণ ব্যবস্থার একত্রীকরণের ফলে কন্টোল কর্মীদের অভাবের সময় ম্যান পাওয়ারের উন্নত ব্যবহার সম্ভব হবে। ফিল্ড গিয়ারগুলির কেন্দ্রীভূত পর্যবেক্ষণ ও তার বিফলতা নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিগন্যাল ও টেলিকম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একত্রীকরণের ফলে গিয়ার হেল ও বিফলতার পর্যবেক্ষণকে সহজ করে তুলবে, যার ফলে যে কোনও যুগ্ম কাজ করার সময় অথবা কোনও বিফলতার সময় ফিল্ড কর্মীদের সাথে ভালোভাবে সমন্বয় স্থাপন করা যাবে।

তিনি বলেন, ইন্টিগ্রেটেড সিগন্যাল ও টেলিকম কন্টোল স্থাপনের আগে ওএফসি সার্ভার রুম, টেস্ট রুম ও সিগন্যাল কন্টোল তিনটি পৃথক স্থানে স্থাপন করা হয়েছিল, যার ফলে সিগন্যাল কর্মী ও টেলিকম কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় পর্যাপ্ত ছিল না। যে কোনও টেলিকম বিফলতার জন্য কর্মীরা ইকুইপমেন্ট অ্যালার্ম পর্যবেক্ষণ করতে টেস্ট রুম থেকে সার্ভার রুমে যায়। একটি স্ক্রিনে মাল্টিপল ডেটা লগার ও আইওটি ডিসপ্লে সহ ইন্টিগ্রেটেড কন্টোল স্থাপনের পর ট্রেন পরিচালনার পর্যবেক্ষণ করাটা আরও সহজ হয়েছে, যার ফলে ট্রেনের উন্নত সময়ানুবর্তিতা, বিফলতা হ্রাস এবং লাইন ক্ষমতার অনুকূল ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় সিপিএমের র‍্যালী ও সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জানুয়ারী।। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে এর রেখে সিপিএমের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া বাজারে রেলি ও সমাবেশ সংঘটিত করা হয়।

দেশের সংবিধান রক্ষা, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, জনজীবনে জলন্ত সমস্যা সমাধান এই বক্তব্যকে ব্যানারে সামনে শাটিয়ে সিপিএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে এক রেলি ও জনসভা সংগঠিত করে। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা রাখার কৌশল হিসেবে বৃহস্পতিবার সিপিএম দলের রেলি ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। তেলিয়ামুড়ার থানায় বাজার থেকে রেলি অনুষ্ঠিত হয়। এই রেলি দীর্ঘ প্রায় আড়াই কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে তুসিন্দ্রাইবাড়ি বাজারে এসে জমায়েত হয়। তুসিন্দ্রাইবাড়ি বাজারে জনসভা করে বৃহস্পতিবার দুপুরে। সিপিএম দলের এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, সিপিএম রাজ্য কমিটির নেতৃত্ব অমল চক্রবর্তী, কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক মনিন্দ্র চন্দ্র দাস, প্রাক্তন বিধায়িকা গৌরী দাস, আইনজীবী ভাস্কর দেব সহ দলের অন্যান্য শাখা সংগঠনের নেতৃত্বরা। কর্মীদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিএম দলের রাজ্য নেতৃত্ব অমল চক্রবর্তী বলেন, সিপিএম দল হিংসার রাজনীতি করে না। কোনো দলের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন উপড়ে ফেলে দিয়ে প্রতিহিংসার রাজনীতি করেনা সিপিএম দল।

বিশালগড় পৌর পরিষদ এলাকায় এই প্রথম নির্মিত হল পেভার ব্লক রোডের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ জানুয়ারী।। বিশালগড় পৌরসভার এলাকায় এই প্রথম নির্মিত হল পেভার ব্লক রোড।বিশালগড় পৌর পরিষদের পনের নং ওয়ার্ডের নারাউড়া এলাকায় এই পেভার ব্লক রাস্তাটির শুভ উদ্বোধন হয় বৃহস্পতিবার সকাল আটটায়।এই পেভার ব্লক রোডটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, ভাইস-চেয়ারম্যান সুশান্ত দেব, মহাকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস, কাউন্সিলর রতন দেব, নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী,রাখী কর্মকার সহ এলাকার সাধারণ জনগণ। পূর্ত দপ্তরের অর্থানুকুল্যে এই রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে।

বিশালগড় পুর পরিষদ এলাকায় প্রতিটি ওয়ার্ডে নতুন রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে। আমজনতার দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে সড়ক নির্মাণে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সিসি রোড, পেভার ব্লকের রোড হচ্ছে। নির্মাণকাজের দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই যাতে থাকে তার জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন সেখানকার বাসিন্দারা। কিন্তু বিগত সরকার এতে কর্নপাত করেনি। বর্তমান পুর পরিষদ নাগরিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে যাবতীয় প্রয়াস জারি রেখেছে। এই রাস্তা নির্মাণে খুশি সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নাগরিকরা। নির্মাণ কাজ করেছে পূর্ত দপ্তর। দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারত রত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর নামানুসারেই রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে অটল মার্গ।পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুশান্ত দেব উনার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন ভারত মাতার এক বীর সন্তানের নামে এই রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে। আগামী দিনে এখানে অটল বিহারী বাজপেয়ীর এক মর্মর মূর্তি স্থাপনের ও পরিকল্পনা রয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় একাধিক প্রকল্পের সূচনা করলেন বিধায়ীকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জানুয়ারী।। বিধায়িকা কল্যানী রায় এর হাত ধরে একাধীক প্রকল্পের সূচনা হয় বৃহহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া পশ্চিম তেলিয়ামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের অধীন পশ্চিম তেলিয়ামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জন সাধারনের সার্থে গঠিত কয়েকটি প্রকল্প আনুষ্ঠানিক উদ্ভোদন করেন স্থানীয় বিধায়িকা তথা ত্রিপুরা সরকারের মূখ্য সচেতক কল্যানী রায়। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল যোগাযোগের জন্য রাস্তা নির্মান, ব্রিজ নির্মান চি এস চি সেন্টার, ইত্যাদি।

এই একাধিক উন্নয়ন মুলক কাজের উদ্ভোধনি অনুষ্ঠানে বিধায়িকা ছাড়াও উপস্থিত ছিলে খোয়াই জেলা পরিষদের সদস্য সত্যেন্দ্র দাস, পশ্চিম তেলিয়ামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ প্রধান সহ অন্যান্যরা। এদিন বিধায়িকা এই প্রকল্প গুলির আনুষ্ঠানিক উদ্ভোদন করে আলোচনা করতেভগিয়ে জানান যে এই এলাকায় একটি মৈত্রী সেতু নির্মান করা হয়েছে যা বাম আমলে কেবল আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল আজ তা বিজে পি সরকার করে দিয়েছে। রয়েছে পুলিনপুর একালায় একটি সি এস সি সেন্টার যা আগামি দিনে এলাকাবাসীর জন্য কাজেভাসবে। করা হয়েছে কয়েক্টি রাস্তা নির্মান সহ আর সি সি রোড এবং রাস্তার পেলাসেডিং ওয়াল। এছাড়াও এদিন এলাকার প্রায় ৩০০ এর অধীক বেনিফিসিয়ারিদের মধ্যে নান সামগ্রী ও বিতরন করা হয় এ দিন।

মহিলা মহাবিদ্যালয়ে আবাসিক ভবনের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারী।। মহিলা মহাবিদ্যালয়ে আজ এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১০০ আসন বিশিষ্ট জনজাতি ছাত্রীদের আবাসিক ভবনের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদঘাটন করা হয়। দ্বারোদঘাটন করেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এল টি দার্লং, টিটিএএডিসির সিইও সি কে জমাতিয়া, দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা আনন্দহরি জমাতিয়া, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা মণিদীপা দেববর্মা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আলোচনাকালে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া বলেন, জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষায় সরকার উৎসাহিত করছে। জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীরাও সুযোগ পেলে ভালো কিছু করে দেখাতে পারে। তাই বর্তমান সরকার জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তারজন্য আবাসিক ভবনগুলি নির্মাণ করছে। রাজ্য সরকার জনজাতিদের শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নে আন্তরিক। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বচ্ছতা অভিযানের মাধ্যমে কেবলমাত্র বাহ্যিক স্বচ্ছতাকেই গুরুত্ব দেননি পাশাপাশি যে কোনও কাজের ক্ষেত্রে মনের স্বচ্ছতার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উল্লেখ্য, দ্বিতল এই আবাসিক ভবনটি স্থাপনে মোট ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। দায়িত্বে ছিল টিটিএএডিসির ওয়েস্ট ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা। গত ২২ মার্চ, ২০২১ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল। কাজ শেষ হয়েছে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে।

চাকমাঘাটে

● **প্রথম পাতার পর**

বাহিনীর কর্মীরা। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিভানোর কাজে ঝাপিয়ে পরে দমকল বাহিনীর কর্মীরা। দমকল বাহিনীর কর্মীদের সাথে সি.আর.পি.এফ ৭১ নং বাহিনীর সি কোম্পানির জওয়ানরাও আগুন নিভানোর কাজে ঝাপিয়ে পরে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে। তবে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় ৭টি দোকান। সব মিলিয়ে ৭ টি দোকানের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩৫ লাখ টাকা।

গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত ৭ জন

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্য জুড়ে সামান্য কম রয়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭ জন। বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ২১,১৮,৬৭৮। করোনায় আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে মোট মৃত্যু হয়েছে ২১,৫৩২ জনের। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৫। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ২০,৯৭,০৯০। রাজ্যে সুস্থতার হার ৯৭.৯৮ শতাংশ। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ২,৪১৬ জনের। সব মিলিয়ে রাজ্যে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ২৬,৯৯০,৭৫২।

জন্মদিন

● **আটের পাতার পর**

জে এম দাস।উক্ত শিবিরে অগণিত ভক্ত রক্তদান করেন। এছাড়া বিশালগড় বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর পক্ষ্য থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী দের দ্বারা এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।এই শোভাযাত্রাটি বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে অফিস টিলা ঘুরে আবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, ভাইস-চেয়ারম্যান সুশান্ত দেব, বিশিষ্ট সমাজ সেবক নবাদুল বনিক, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ শিক্ষক শিক্ষিকা গণ, বিদ্যালয়ের এস এম সি কমিটির সদস্য সদস্যরা।বিশালগড় বিবেকানন্দ যুব মহামন্ডলের পক্ষ থেকে স্বামীজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ও এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।উক্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় বিবেকানন্দ যুব মহামন্ডলের সদস্যরা সহ কড়ইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এন এস এস এর ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহন করেন। শোভাযাত্রাটি বিশালগড় ব্রীজ চৌমুহনী থেকে শুরু করে বিশালগড়ের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে আবার চৌমুহনীতে এসে শেষ হয়। বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে

গোলাঘাটি স্থিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিবেকানন্দ শিশু সদনের সহযোগিতায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিশালগড় মহকুমা কার্যালয়ের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী তথা জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হয়। বৃহস্পতিবার গোলাঘাটি কমিউনিটি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাধন শীল, সিনিয়র শিক্ষক অজিত চক্রবর্তী প্রমুখ। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত নৃত্য আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারী।। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হয়। এদিন আয়োজিত কর্মসূচিতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হিংসা, সন্ত্রাস ও নেশার বিরুদ্ধে রাজ্যের সকল অংশের যুব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসা বার্তা দেওয়া হয়। ৮ নং টাউন বড়দোয়ালীর যুব কংগ্রেস সভাপতি জানান আজ বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। এদিন স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পর রাজ্যের যুবসমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে নেশা এবং সন্ত্রাসী পথ প্রত্যাহার করে সঠিক দিশায় ফিরে আসার জন্য। আজকের পূণ্য দিনে নতুন যুবসমাজ গড়ার শপথ নেওয়া হয়েছে। এই যুব সমাজ আগামী দিনে নতুন সমাজ করার কারিগর বলে জানান তিনি।

াঙ্গন

শান্তিরবাজারে ক্রিকেট

জনকের হাত ধরে সেরা কসমোপলিটন ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। জনক রিয়াং-এর অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। জনকের হাত ধরেই মহকুমার সেরা হলো কসমোপলিটন ক্লাব। বুধবার সিনিয়র টি-২০ ক্রিকেটেকর ফাইনালে কসমোপলিটন ক্লাব ৬ উইকেটে পরাজিত করে চুং কাও থাংগাকে। বাইখোরা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে চুং কাও থাংগার রানের জবাব দিতে নেমে শুরু থেকেই বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন জনক রিয়াং। শেষ পর্যন্ত ৮৩ রানে অপরাজিত থেকে কসমোপলিটন ক্লাবকে মহকুমার সেরা করে জনক। এছাড়া বল হাতেও বিপক্ষের ৩ উইকেট নিয়েছেন ওই আলরাউন্ডারটি। বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে চুং কাও থাংগা দল নির্ধারিত ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪৫ রান করে। ওপেনার ক্লিন্টন রিয়াং এর ঝড়ো ব্যাটিং দলকে বড় স্কোর গড়াতে সাহায্য করে। ক্লিন্টন ২৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে মিঠুন সরকার ১৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ (অপ:), চিরঞ্জীৎ দাস ১৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০, সান্তু মজুমদার ২১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং মতেন্দ্র রিয়াং ১৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান।

কসমোপলিটন ক্লাউবের পক্ষে অনুরাগ দেবনাথ (৩/১২) এবং জনক রিয়াং (৩/২৫) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই ইবধ্বংসী মেজাজে ছিলেন জনক। শেষ পর্যন্ত ২৩ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রযোজনীয় রান তুলে নেয় কসমোপলিটন। দলের পক্ষে ওপেনার জনক ৫২ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ৬ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৩ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে রাজদ্বীপ দত্ত ১৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং রাহুল হুসেন ২০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান। চুং কাও থাংগা-র পক্ষে হেবাল রিয়াং (৩/২২) সফল বোলার।

সুদীপের শতক, রজতের অর্ধশতক রেলের কাঁধে চড়ে ত্রিপুরার চমক

ত্রিপুরা-৯৬ ৩০৪/৪

রেলওয়ে-৩৩৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন। আপাতত ইনিংস পরাজয় এড়িয়ে নিলো ত্রিপুরা। এখন লক্ষ্য পরাজয় এড়ানো। সেই লক্ষ্যেই শেষ দিনে শুক্রবার মাঠে নামবেন ঋদ্ধিমান-রা। আপাতত ত্রিপুরা এগিয়ে ৬৩ রানে। পেশাদার ক্রিকেটার সুদীপ চ্যাটার্জি এবং সহ অধিনায়ক রজত দে-র দাযিত্বশীল ব্যাটিংয়ের কাধে ভর দিয়ে ত্রিপুরার ঘুরে দাড়ালো। এখন দেখার আজ কতক্ষণ ত্রিপুরার দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান সহ বাকিরা লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। তার উপরই ত্রিপুরার ভাগ্য নির্ভর করবে ম্যাচে। একমাত্র ম্যাচ অমিমাংশিতভাবে শেষ করা ছাড়া আর কোনও পথ নেই ত্রিপুরার সামনে বললেই চলে। সুরাটের লালবাই কন্টাক্টর স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় দিনের শেষে অনেকটাই বেকায়দায় ছিলো ত্রিপুরা। তৃতীয় দিনে দল এভাবে ঘুরে দাড়াবে ভাবতেই পারেননি কেউ। তার উপর দিনের শুরুতে পারভেজ সুলতান এবং ফর্মে থাকা শ্রীদাম পালকে হারানোর পর। বিক্রম দুর্দান্ত খেললেও লম্বা ইনিংস খেলতে ব্যর্থ হয়েছেন। আউট হওয়ার আগে বিক্রম ১১৮ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬২ রান করেন। এরপরই দলকে টেনে তোলার যাবতীয় কাঁধে তুলে নেন সুদীপ এবং রজত। শুরু হয় পাল্টা আঘাত। ঠান্ডা মাথায় দুইজন এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন দলকে। বিপক্ষের ভালো বলকে সমীহ করলেও বাজে বলকে সীমানার বাইরে পাঠাতে কোনও ভুল করেননি ত্রিপুরার ওই দুই ব্যাটসম্যান। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরা ৪ উইকেট হারিয়ে ৩০৪ রান করে। সুদীপ ১৯৪ বল খেলে ১২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০৪ রানে এবং রজত ১৮৩ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৭ রানে অপরাজিত রয়েছেন। পঞ্চম উইকেটে সুদীপ এবং রজত ৩৫০ বল খেলে অপরাজিত থেকে ১৭৫ রান যোগ করেন। মরশুমে সুদীপের এটা দ্বিতীয় শতরান। রেলওয়ের পক্ষে করণ শর্মা (২/৬৭) সফল বোলার। ত্রিপুরা এগিয়ে রয়েছে ৬৩ রানে। পরাজয় এড়াতে শেষদিনে অত্যাধিক দায়িত্ব নিতে হবে ব্যাটসম্যানদের

সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে এগিয়ে চলো সংঘ চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। শ্বাসরুদ্ধকর জয় এগিয়ে চলো সংঘের। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে এগিয়ে চলো সংঘ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অনেকটা সেমিফাইনাল ম্যাচে চাম্পামুরাকে হারানোর মতো ফাইনাল ম্যাচেও এগিয়ে চলো সংঘ দুর্দান্ত জয় পেয়েছে তিন রানের ব্যবধানে। খেলা ছিল ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে। সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ। খেলা এগিয়ে চলো সংঘ বনাম প্রগতি প্লে সেন্টার এর মধ্যে। হিরো সেই রাজদীপ সিংহ-ই। সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে এগিয়ে চলো সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভার খেলে ৮ উইকেট হারিয়ে এগিয়ে চলো সংঘ ১০১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রাজদীপ সিংহের অপরাজিত ৪৪ রান, সৈকত বৈশ্য-এর ২৭ রান উল্লেখযোগ্য। প্রগতি প্লে সেন্টার এর আয়ুষ সরকার ছয় রানে এবং অর্পণ ভট্টাচার্য ৯ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রগতি প্লে সেন্টার ৩৪ ওভার ৪ বল খেলে ৯৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে শ্রেষ্ঠাংশু দেব সর্বাধিক ৩৪ রান পায়। অন্যরা আরও একটু ব্যাটিং সাফল্য পেলে ফলাফল অন্যরকম হতো। এগিয়ে চলো সংঘের অনিরুদ্ধ বণিক ১১ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে প্রগতিকে একপ্রকার আটকে দেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে রাজদীপ সিংহ পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সি.কে নাইডু ট্রফি : মিজোরামের পর এবার সিকিম জয়ের প্রস্তুতি ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। সিকিম ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করলো ত্রিপুরা। ১৫ জানুয়ারি থেকে সিকিমের মুখোমুখি হবে ত্রিপুরা। এম বি বি স্টেডিয়ামে হবে ৪ দিনের ওই ম্যাচটি। অনূর্ধ-২৫ কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে। আসরের প্রথম দুই ম্যাচে ত্রিপুরার সংগ্রহ ১০ পয়েন্ট। অপরদিকে সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে এখনও পয়েন্টের মুখ দেখেনি সিকিম। জাতীয় ক্রিকেটে নবাগত মিজোরামের বিরুদ্ধে ত্রিপুরাও জয় পাবে এমনই আশা করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

তবে এটাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ ত্রিপুরার কোচ জয়ন্ত দেবনাথ। এক সাক্ষাৎকারে জয়ন্ত স্পষ্টভাবে বলেন, 'আমার কাছে সব দলই সমান। মাঠে যারা নিজেদের সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে সেই দলই জয় পাবে। আমাদের ভালো খেলতে হবেই'। এদিকে দুম্যাচ থেকে ১০ পয়েন্ট পেয়ে গ্রুপে আপাতত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। সিকিমের বিরুদ্ধে জয় পেলে নকআউটের দৌড়েও এগিয়ে যাবে।তবে তা নিয়ে এখনই কিছু ভাবতে নারাজ ত্রিপুরার কোচ। স্পষ্টভাবেই বলেন,'সেব মাত্র মরশুম শুরু। অনেক ম্যাচ আছে আমাদের। প্রতিটি ম্যাচেই ভালো খেলতে হবে নকআউটে যেতে হলে'। মিজোরাম ম্যাচে যে ১৫ সদস্যের ত্রিপুরা দল ছিলো তাই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে সিকিম ম্যাচে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সচিব তাপস ঘোষ ক্রিকেটারদের নাম ঘোষনা করেছেন। এদিকে এদিন দুপুরে ক্রিকেটারদের স্ট্রেংথের উপর জোর দেন ত্রিপুরার কোচ।

আজ থেকে শুরু হবে ব্যাটে-বলের অনুশীলন। ঘোষিত দল: বিক্রম দেবনাথ (অধিনায়ক), পল্লব দাস (সহ অধিনায়ক), বাবুল দে, সেন্টু সরকার, দ্বীপজয় দেব, দীপায়ন দেববর্মা, আনন্দ ভৌমিক, সপ্তজিৎ দাস, শঙ্কর পাল, শারুক হুসেন, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, তাপস মন্ডল, সন্দীপ সরকার, অমিত আলি এবং অর্জুন দেবনাথ। কোচ: জয়ন্ত দেবনাথ, অনুপ কুমার দাস, ফিজিও: রাজন চৌধুরি,ট্রেণার: রাকেশ পাল, মাসার: নিলয়জ্যোতি পাল, ম্যানেজার: উত্তম বনিক।

উদয়পুরে ক্রিকেট

জাবাদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে জয়ী কে বি আই-বি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। বল হাতে বিধ্বংসী জাবাদ হুসেন। জাবাদের হাত ধরেই জয়ে ফিরলো কে বি আই সি সি 'বি'। ৬ উইকেটে পরাজিত করলো খিলপাড়া কোচিং সেন্টারকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত ইন্দিরা ঘোষ স্মৃতি অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। কে বি আই মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে টসে জয়লাভ করে খিলপাড়া সি সি প্রথমে ব্যাট নিয়ে জাবাদের বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে মাত্র ৫২ রান করতে সক্ষম হয়। দলের হয়ে ৫ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে রাইহানুল্লা যদি ২০ রান না করতো তাহলে দলীয় স্কোর হয়তোবা ৩০ রানের গন্ডি পার হতো না। কে বি আই সি সি 'বি'-র পক্ষে জাবাদ হুসেন (৫/৯) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে কে বি আই সি সি 'বি'২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য পরয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে সাহিন আহমেদ পোদ্দার ৪৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রানে এবং মর্জি হুসেন ২৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রানে অপরাজিত থেকে যায়। খিলপাড়ার পক্ষে রাকেশ কর্মকার (২/১৬) সফল বোলার।

ফুটবল মাঠে আইনের গ্যারাকল অভিযোগ নিয়ে আজ কমিটির বৈঠক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। লিগ কমিটির সভা আগামীকাল। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টায় রাজ্য ফুটবল সংস্থার অফিস বাড়িতে হবে সভা। তাতে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হবে। এবং শেষে 'শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স' চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ ফুটবলে কোনদল চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স তা ঘোষনা করা হবে। সুপার লিগে অপ্রতিরোধ্য থেকে আসর শেষ করলেও এগিয়ে চলো সঙ্ঘের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলো জুয়েলসের কর্তারা। তা নিয়েই সুপার লিগের শেষ ম্যাচের পর চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স ঘোষনা করা হয়নি।

রাজ্য ফুটবল সংস্থার নিয়মানুযায়ি প্রতি ম্যাচে নূণ্যতম ৫ জন স্থানীয় ফুটবলারকে ৯০ মিনিট মাঠে থাকতে হবে। কিন্তু জুয়েলসের বিরুদ্ধে ম্যাচে অসাবধানবশত ৫১-৬৫-ওই ১৪ মিনিট স্থানীয় ৪ জন ফুটবলারকে খেলিয়েছিলেন এগিয়ে চলোর কোচ এবং ম্যানেজার। তা নিয়েই লিখিত অভিযোগ করেছিলো জুয়েলস। ওই অভিযোগের ভিত্তিতেই আজ হবে লিগ কমিটির সভা। লিগ কমিটির সদস্যদের আজ যথাসময়ে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য মনোজ দাস অনুরোধ করেছেন।

অমরপুরে সিনিয়র টি-টোয়েন্টি প্রিমিয়ার লিগে বিবেকানন্দ সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। অমরপুরে প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন বিবেকানন্দ ক্লাব। অমরপুর ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে বিবেকানন্দ ক্লাব সাত উইকেট এর ব্যবধানে আরসিসি কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। খেলা ছিল রাঙ্গামাটি গ্রাউন্ডে। সকাল সাড়ে দশটায় খেলা শুরুতে টস জিতে বিবেকানন্দ ক্লাব প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে আরসিসি নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১১২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে দেবব্রত সাহা সর্বাধিক ২৮ রান পেয়েছে। বিবেকানন্দ ক্লাবের শাকিল হোসেন ১৭ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে বিবেকানন্দ ক্লাব বিশেষ করে দেবোত্তম ঘোষের অপরাজিত ৫৯ রানের সৌজন্যে ১২ ওভার ২ বল খেলে বিবেকানন্দ ক্লাব তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। এছাড়া, রতন জমাতিয়ার অপরাজিত ৩৭ রানও উল্লেখযোগ্য। বিজয়ী দলের দেবোত্তম ঘোষ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সদর অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেট ঘিরে ক্লাবগুলিতে জোর প্রস্তুতি, শুরু ১৭ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। উদ্বোধনী দিনে হবে ৪ ম্যাচ। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে এ ডি নগর খেলবে শতদল সঙ্ঘের বিরুদ্ধে, নিপকো মাঠে খেলবে চাম্পামুড়া- জি বি প্লে সেন্টার,ড: বি আর আম্বেদকর মাঠে খেলবে কর্ণেল- জুটমিল এবং পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে খেলবে এগিয়ে চলো সঙ্ঘ- প্রগতি প্লে সেন্টার। ১৭ জানুয়ারি শুরু হবে আসর। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটের। এবছর আসরে অংশ নিয়েছে ১৪ দল: 'এ গ্রুপ' চাম্পমুড়া, জি বি প্লে সেন্টার, প্রগতি প্লে সেন্টার, জুটমিল, শতদল সঙ্ঘ, এ ডি নগর, কর্ণেল, এগিয়ে চলো সঙ্ঘ, 'বি গ্রুপ' এন এস আর সি সি,ক্রিকেট অনুরাগী, মডার্ণ, দশমীঘাট, তরুণ সঙ্ঘ, মৌচাক এবং জুলেস। গ্রুপ লিগ থেকে প্রতি গ্রুপের দুটি করে দল সুপার ফোরে যাবে। সুপার ফোরের খেলা হবে দুই দিন করে। ৪-১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হবে সুপার ফোরের খেলা। সুপার ফোরের সেরা দল খেতাব জয় করবে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার অ্যাডভাইজারি কমিটির আহ্বায়ক জয়ন্ত দে ক্রীড়াসূচী ঘোষনা করেন।

আজ থেকে কুমারঘাটে প্রাইজমানি ভলিবল মিট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। দুদিনব্যাপী প্রাইজমানি ভলিবল প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে। ঊণকোটি জেলার কুমারঘাটের মাস সংস্থার উদ্যোগে। আসরে অংশ নিচ্ছে ১৬টি দল। এর মধ্যে আসাম, মনিপুর এবং মিজোরামের ৪ দল রয়েছে। আসরের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল প্রাইজমানি বাবদ পাবে যথাক্রমে ৩০ এবং ১০ হাজার টাকা। রাজ্য ভলিবল সংস্থার সহযোগিতায় হবে আসর। রাজ্যের রেফারিরা প্রতিটি ম্যাচ পরিচালনা করবেন বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:38/EE/PWD(R&B)/AMB/2022-23 Dt. 09-01-2023

The Executive Engineer Ambassa Division, PWD {R & B) Ambassa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate Hitem-rate e-tender in single bid / twe-bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIT No: 23/EE/PWD(R&B)/AMB/2022-23 (3rd Call)	23,64,638.00	47,293.00	120 (One Hundred Twenty) days
2.	DNIT No: 25/EE/PWD(R&B)/AMB/2022-23 (3rd Call)	23,57,077.00	47,142.00	90 (Ninety) days
3.	DNIT No: 26/EE/PWD(R&B)/AMB/2022-23 (3rd Call)	19,76,951.00	39,539.00	90 (Ninety) days
4.	DNIT No: 32/EE/PWD(R&B)/AMB/2022-23 (2nd Call)	24,11,557.00	48,231.00	120 (One hundred Twenty) days
5.	DNIT No: 33/EE/PWD(R&B)/AMB/2022-23 (2nd Call)	19,04,711.00	38,094.00	180 (One Hundred Eighty) days
6.	DNIT No: 47/DNIT/SE-V/AMB/2022-23 (2nd Call)	63,31,536.00	1,26,631.00	120 (One Hundred Twenty) days

Date of publishing of bid : Date 11-01-2023
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 01-02-2023
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 01-02-2023
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer ; APPROPRIATE Class
Bid fee and Eamest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.

ICA/C-4203/23

(Er. Bhrigu Debbarma)
Executive Engineer
Ambassa Division, PWD (R&B)
Ambassa, Dhalai Tripura.

PNIT NO. _e-PT-2/CE/RD/2022-23 _ DATED 9/01/2023

The Executive Engineer-I, O/o the Chief Engineer, RD Department invites tender from the eligible bidders Up to 3 PM of 21/01/2023 (office date and hour only) for hiring of 1 (one) number Mahindra Scorpio including fuel and driver for official use of the Superintendent of police, Vigilance Organization under GA(AR) Department, Tripura . For details visit website http://tripura.gov.in .... and http://rural.tripura.gov.in/ contact at 0381 232-9358. Any Subsequent corrigendum will be available in the website..

[Er. A. Manik]
Executive Engineer-I
O/o the C.E (RD)
Gurkhabasti, Agartala

ICA/C-4186/23

PNIe-T No.DGM/GTED((R)/2022-23/12 (2"4 Call)

Deputy General Manager, Gas Thermal Electrical Division, Rokhia invites e-tenders on behalf of TPGL in two parts from prospective bidders for engagement of one Maruti Eeco (Y.0.M.- 2020 andonwards) under Gas Thermal Electrical Division, Rokhia, Duty hours — 14 hours, Area — In and around the working jurisdiction of the GTED, Rokhia for a period of 1(one) year.

Sl. No.	DNIeT No & Date	Name of the work	Estimated Cost	Last date of Bid Submission
1	DGM/ GTED/ (R)/2022-23/12, Dated 10/01/2023	Hiring of one Maruti Eeco (Y.O.M.- 2020 and onwards) under Gas Thermal Electrical Division, Rokhia, Duty hours – 14 hours, Area – In and around the working jurisdiction of the GTED, Rokhia	Rs.4,26,082.00	26/01/2023

All details can be seen on website http://tripuratenders.gov.in.

ICA/C-4181/23

Deputy General Manager
Gas Thermal Electrical Division, Rokhia

The Executive Engineer, TUDA (Tripura Urban Planning & Development Authority) invites e-tender against PNIeT No.: 06/EE/TUDA/2022-23 dated 09.01.2023 for "Design-Build- Operate for Used water Management in Dharmanagar, Kailashahar and Kumarghat Towns by Interception & Diversion of Major drains of core areas and Providing STP and co-treatment of septage and Disposal of treated effluent in Water Bodies in above three towns of Tripura." with following salient details
1, Estimated Cost: Rs. 16,68,45,654.00 (Rupees Sixteen Crore Sixty-Eight Lakh Forty-Five Thousand Six Hundred Fifty-Four only)
2. Bid Fee: Rs. 10,000.00 (Rupees Ten Thousand Only)
3. Earnest Money: Rs 33,36,000.00 (Rupees Thirty-Three Lakh Thirty-Six Thousand only)
4, Time of Completion: 730 days
5. Last date & time for online Bidding: 15.02.2023 up to 1500 Hours
For more details kindly visit https://tripuratenders.gov.in

Exective Engineer
Tripura Urban Planning & Development Authority
(TUDA)
Agartala, West Tripura

ICA/C-4177-23

NOTICE INVITING e-TENDER NO. 21 /EE(AGRI)/S/2022-23.

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1	20/EE/AGRI/ SOUTH/2022-23	Rs. 10,88,810.00	Rs. 21,776.00	90 Days	Up to 04.00. P.M. on 24/01/2023	At 11.00 AM on 25/01/2023
2	21/EE/AGRI/ SOUTH/2022-23	Rs. 24,99,618.00	Rs. 49,992.00	90 Days		
3	22/EE/AGRI/ SOUTH/2022-23	Rs. 8,80,800.00	Rs. 17,616.00	90 Days		
4	23/EE/AGRI/ SOUTH/2022-23	Rs. 6,83,735.00	Rs. 13,675.00	270 Days		
5	24/EE/AGRI/ SOUTH/2022-23	Rs. 7,71,064.00	Rs. 15,421.00	270 Days		
6	25/EE/AGRI/ SOUTH/2022-23	Rs. 5,32,532.00	Rs. 10,651.00	270 Days		
7	26/EE/AGRI/ SOUTH/2022-23	Rs. 5,11,432.00	Rs. 10,229.00	270 Days		

For details, please visit website www.tripuratenders.gov.in and contact 03621-222486.

(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
South, Udaipur.

ICA/C-4205/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:39/EE/PWD(R&B)/AMB/2022-23. Dt.11th Jan 2023

The Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R& B) Ambassa, Dhalai District on behalf 'of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate -item-+rate e-tender in single bid /twe-bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	Maintenance of road from Ambassa - Gandacherra road to TRTC para under Ambassa Sub - Division PWD (R&B) during the year 2022 - 23 / SH: Construction of CD and side drain etc. DNIT No: 34/EE/PWD(R&B)/AMB/2022-23	11,83,981.00	23,680.00	60 (Sixty) days

Date of publishing of bid : Date 11-01-2023
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 01-02-2023
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 01-02-2023
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov. in
Class of tenderer ; APPROPRIATE Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.

ICA/C-4197/23

(Er. Bhrigu Debbarma)
Executive Engineer
Ambassa Division, PWD (R&B)
Ambassa, Dhalai Tripura

বৃহস্পতিবার আগরতলায় বিজেপির জনবিশ্বাস যাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে জনঢল। ছবি নিজস্ব।

ভোক্তাদের নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে : খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারী।। ভোক্তা কমিশনের মূল উদ্দেশ্য হলো ভোক্তা সাধারণকে সচেতন করে তোলা। ভোক্তাদের নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। ভোক্তাদের সচেতন করে তুলতে সরকার রাজ্যে একটি রাজ্য ভোক্তা কমিশন ছাড়াও পশ্চিম জেলা, ধলাই জেলা, ঊনকোটি জেলা এবং গোমতী জেলায় ৪টি জেলা ভোক্তা কমিশন গঠন করেছে। ইতিমধ্যেই ভোক্তাদের দায়েরক'ত ৯৫ শতাংশ মামলা কমিশন নিপত্তি করেছে। অবশিষ্ট জেলায় খুব শীঘই ভোক্তা কমিশন গঠন করা হবে। আজ গোর্খাবস্তিস্থিত খাদ্য ও ভোক্তা ভবনের চতুর্থ তলায় স্টেট কনজিউমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশন ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কনজিউমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশনের নতুন কার্যালয় ভবনের উদ্বোধন করে খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব একথা বলেন। উল্লেখ্য, ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই দুটি ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। এই দুটি ভবন নির্মাণে মোট ৪ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেছে ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং অবশিষ্ট ব্যয় খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ দপ্তর বহন করেছে।

অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য খাদ্য দপ্তর বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকার ভোক্তা সহ সকলের সার্বিক উন্নয়নে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ওয়ান ন্যাশন, ওয়ান রেশন কার্ড দেশে প্রথম ত্রিপুরায় চালু করা হয়েছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৬২ হাজার ভুয়ো রেশন কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এতে ২ লক্ষ ৮১ হাজার মানুষ যুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, ক'ষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে প্রথম সহায়ক মূল্যে ধান কেনা শুরু হয়। এখন পর্যন্ত খাদ্য দপ্তরের উদ্যোগে এবং ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় সহায়ক মূল্যে ক'ষকদের কাছ থেকে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়েছে। এই মরশুমে প্রতি কিলোগ্রাম ধান ২০ টাকা ৪০ পয়সা দরে মোট ৩৫ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, বর্তমানে রেশনশপে ন্যায্যমূল্যে চাল, ডাল, সয়াবিন ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। সরিষার তৈল ও গুঁড়া মশলা দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বসহায়ক দলের উৎপাদিত সামগ্রী রেশনশপে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, মহিলাদের স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে রাজ্যে আড়াইশোর উপর মহিলা পরিচালিত রেশনশপ চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় এখন পর্যন্ত ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭৭৮টি পরিবারে গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে স্টেট কনজিউমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশনের সভাপতি তথা ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ বলেন, ভোক্তারা অনেক সময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রব্য বা পরিষেবা গ্রহণে ঠকেন ও ব'তি হন। ভোক্তারা এ লক্ষ্যে ঘরে বসে কমিশনে মামলা করতে পারেন। এজন্য জাতীয়, রাজ্য ও জেলাস্তরে তিনটি কমিশন রয়েছে। বিশেষ অতিথির ভাষণে আইন সচিব বিশ্বজিৎ পালিত বলেন, রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভোক্তা কমিশনের সভাপতি রুহিদাস পাল বলেন, এই কমিশনে ভোক্তারা ২০২০ সালে ৬৮টি, ২০২১ সালে ২১৪টি এবং ২০২২ সালে ৪১৪টি মামলা নথিভুক্ত করেন। প্রায় সব মামলার নিপত্তি করা হয়েছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আইনজীবী অমৃত পাল সাহা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের বিশেষ সচিব ড. সন্দীপ আর রাঠোর। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শ্রীদেব খাদ্য দপ্তরের ২০১৮ থেকে ২০২২ পর্যন্ত একটি রিপোর্ট কার্ডের আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

আর্থিক সাক্ষরতা কেন্দ্র গড়ে তোলা হল ঋষ্যমুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১২ জানুয়ারী।। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে সাধারণ, শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত ও পড়া না জানা মানুষ যারা রয়েছেন তাঁদের ব্যাংক মুখি করে তোলার জন্য এবং ব্যাংকের কাজে আগ্রহ বাড়াবার জন্য এক নিরন্তর প্রয়াস জারি রেখেছেন। যে প্রয়াসের নাম হলো সেন্টার ফর ফিনান্সিয়াল লিটারেসি অর্থাৎ আর্থিক সাক্ষরতা কেন্দ্র। এই কেন্দ্র গুলোর মাধ্যমে ব্যাংকের বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ অংশের মানুষ কাজ করতে গিয়ে যাতে কোনো প্রকার অসুবিধার মধ্যে না পড়তে হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কি কি প্রকল্প রয়েছে এবং সেই প্রকল্প গুলোর সুযোগ কি ভাবে সাধারণ মানুষ নিতে পারেন বা মানি ট্রেনজেকশন মোবাইলের মাধ্যমে করতে হবে তার সব জানার বোঝার সুবিধা পাওয়া যাবে এই কেন্দ্রের মাধ্যমে। আর্থিক সাক্ষরতা কেন্দ্রের নতুন অফিস বাড়িটি গড়ে উঠেছে ঋষ্যমুখ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পাশে। উদ্বোধক ছিলেন ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানবকুল দেবী দেবনাথ। তিনি আর্থিক সাক্ষড়তা কেন্দ্রের উদ্বোধন করে বলেন ব্যাংকে কাজ করতে গিয়ে অনেকেই নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এবং অনেকেরই বাজে ধারণার অভিজ্ঞতা আছে ব্যাংকে কাজ করার বিষয়ে, আজকে আর্থিক সাক্ষরতা কেন্দ্রের উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে আশা করবো ব্যাংকে সাধারণ মানুষ পরিষেবা নিতে গিয়ে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন তার সুরাহা হবে। আর বি আইয়ের মেনেজার মনোজ কুলকার্নি বলেন ব্যাংক সাধারণ মানুষের সাধারণ সমস্যা গুলোর সমাধান করে তাকে একটা নতুন সমৃদ্ধ জীবন দিতে পারে। এই সম্মৃদ্ধ সুন্দর জীবনটার জন্য আপনাদের ব্যাংকের দুয়ারে আসতে হবে। ঋণ নিন কাজ করুন। সময় মতো ঋণ পরিশোধ করে নতুন নতুন ঋণের সুযোগ নিন। কাজ করুন ব্যাংক আপনার সাহায্যের জন্য তার দুহাত প্রসারিত করে আছে। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক, ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংক এর শাখা সঞ্চালকগন। তাঁরা ও তাঁদের অভিব্যক্তি গুলি প্রকাশ করে বক্তব্য পেস করেন যাতে মানুষ অন্ত্যত সহজে ব্যাংকের বিষয়গুলো বুঝে কাজ করতে পারেন। আর বি আইয়ের অধীনে এই আর্থিক সাক্ষড়তা কেন্দ্র গুলি চালাবার এবং সাধারণ মানুষকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কাজ কর্ম বোঝাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বি এ পি সি এল কে। তাঁরা রাজ্যের ৫৮টি ব্লকের মধ্যে ২৮টি তে আর্থিক সাক্ষরতা কেন্দ্রে তাঁদের এই প্রয়াস জারি রাখবে।

ছয় লক্ষ টাকার নেশা সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারী।। রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজারের মৎস্য বাজারের একটি দোকানের তালা ভেঙে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ প্রচুর পরিমাণ মজুদ নেশা জাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে পুলিশ পেট্রোলিংয়ের সময় মহারাজগঞ্জ মৎস্য বাজারের সামনে সন্দেহমূলক একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ এর পর সন্দেহ হওয়ায় পেছনের দোকানের মালিককে ফোন করে পুলিশ। কিন্তু ফোন রিসিভ না করায় পুলিশ তালা ভেঙ্গে ভেতরে গিয়ে বেআইনি কফ সিরাপ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় আটক করা হয় অজিত দাস নামে পূর্ব প্রতাপগড় এলাকার এক ব্যক্তিকে। বৃহস্পতিবার সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অজয় কুমার দাস জানিয়েছে, বুধবার রাতে পুলিশ পেট্রোলিং দেওয়ার সময় মহারাজগঞ্জ বাজারের মৎস্য বাজার এলাকায় এক ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার কথাবার্তায় অসংলগ্নতা পরিলক্ষিত হওয়ায় পুলিশের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। সন্দেহ অনুযায়ী পুলিশ পার্শবর্তী এক দোকানের মালিককে ফোন করে। কিন্তু ওই দোকানের মালিক ফোন রিসিভ করছিল না। সে কারণে মহারাজগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির অপু দাসকে তার বাড়িতে পাঠানো হয়। কিন্তু সেখানে তাকে পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত পুলিশ দোকানের তালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে ৬৮৪ বোতল নেশা জাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। উদ্ধার করা নেশা জাতীয় কফ সিরাপের আনুমানিক বাজার মূল্য ৬ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। এ ব্যাপারে আগরতলা পূর্ব থানায় এনডিপিএস ধারায় একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ সন্দেহভাজন অপু দাসকে গ্রেফতার করেছে।

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারী।। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে আজ সকালে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার সিস্টেমেটিক ভোটার্স এডুকেশন অ্যাণ্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন (এসভিইইপি) কর্মসূচি নিয়ে আয়োজিত এক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পর ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ দলটি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এই অনুষ্ঠানে দিব্যাঙ্গজন সহ নতুন ভোটারদের হাতে সচিত্র পরিচয়পত্র তুলে দেওয়া হয়। তাছাড়াও এই অনুষ্ঠানে প্রবীণ ভোটারদের সংবর্ধনা ।পন করা হয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার প্রবীণ ভোটারকে সংবর্ধনা ।পন করেন ও নতুন ভোটারদের হাতে সচিত্র পরিচয়পত্র তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইলেকশন কমিশনার অনুপ চন্দ্র পাণ্ডে এবং অরুণ গোয়েল, সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার ধর্মেন্দ্র শর্মা, নিতেশ ব্যাস, হৃদেশ কুমার, মনোজ সাহু, ডিরেক্টর জেনারেল শেইফালি বি শারণ। এই উপলক্ষে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার উপস্থিত সকলকে ভোটদানের জন্য শপথ বাক্য পাঠ করান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিল্পীদের দ্বারা একটি এসভিইইপি থিম সঙ এবং ককবরকে দেশাত্মবোধক সংগীত উপস্থাপিত করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্যে।

অবসরপ্রাপ্ত হোমগার্ডদের পেনশন বৃদ্ধি করায় সরকারকে ধন্যবাদ পেনশনার সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারী।। ত্রিপুরা রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত হোম গার্ডদের পেনশন বৃদ্ধি করার জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাল ত্রিপুরা সিনিয়র সিটিজেন এন্ড পেনশনার সংঘ। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা সিনিয়র সিটিজেন এন্ড পেনশনার সংঘের পক্ষ থেকে আগরতলা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে সংঘের সভাপতি রনজিৎ দে জানান ত্রিপুরা রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত হোম গার্ডরা দীর্ঘদিন ধরে প্রতি মাসে ৭৫০ টাকা করে পেনশন পেয়ে আসছে। এই টাকা দিয়ে কোনক্রমে তারা দিনযাপন করছে। এইটা একটা নজীর বিহীন ঘটনা। মন্ত্রীসভার বৈঠকে রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত হোম গার্ডদের পেনশন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে। সেই আশ্বাস মোতাবেক পরবর্তী মন্ত্রীসভার বৈঠকে রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত হোম গার্ডদের পেনশন ৭৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৫০০ টাকা করা হয়েছে। তাই এইদিন ত্রিপুরা সিনিয়র সিটিজেন এন্ড পেনশনার সংঘের পক্ষ থেকে সংঘের সভাপতি রনজিৎ দে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

শারদ স্মরণিকা প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১২ জানুয়ারী।। টানা দুবার প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছে সৃষ্টি শারদ সংখ্যা। অন্যান্যবারের মত এবারেও বই উৎসব উপলক্ষে ত্রিপুরা পাবলিসার্স গিল্ড আয়োজন করেছিল শারদ স্মরণিকা প্রতিযোগিতা। ত্রিপুরা পাবলিসার্স গিল্ড ও এগিয়ে চল সংঘের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এবারের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছে বিলোনীয়া মহকুমার নলুয়া থেকে প্রকাশিত শারদ সংখ্যা সৃষ্টি। রাজ্যের একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য সাময়িকী সৃষ্টি।এ নিয়ে পর পর দু"বার প্রথম পুরস্কার পেয়েছে সৃষ্টি। সৃষ্টির সম্পাদক শ্রীমান দাস এবং প্রকাশক সৈকত মজুমদার তাদের এ পুরস্কার সমস্ত কবি লেখক পাঠক শুভাকাঙ্খীদের উৎসর্গ করেন।১১ জানুয়ারী এগিয়ে চল সংঘ প্রাঙ্গনে তৃতীয় বই উৎসবের সমাপনী সন্ধ্যায় বিজয়ী রাজ্যের পাঁচটি স্মরণিকাকে পুরস্কৃত করা হয়। নলুয়ার সৃষ্টি ছাড়াও আগরতলর ভট্টপুকুরের "প্রতিবিম্ব",নবোদয় সংঘের "নবোদয়", কৈলাসহরের "ভেনাস ক্লাব", শান্তির বাজারের অনামিকা লস্করের সম্পাদনায় ছাত্র ছাত্রীদের লেখায় পুষ্ট "দেবদীপ"কে যথাক্রমে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম পুরস্কার দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় পুরস্কারও তুলে দেওয়া হয় বিজয়ীদের হাতে।মঞ্চের অতিথি শিক্ষাবিদ মিহির দেব এবং গিল্ডের সভাপতি মানস পাল বর্তমান প্রজন্মের বইবিমুখিতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

প্রচুর পরিমানে বেআইনি কাঠ সহ গাড়ি আটক কড়ুইমুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ জানুয়ারী।। বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশালগড় থানাধীন ১০ নং কড়ুইমুড়া এলাকা থেকে প্রচুর পরিমানে বেআইনি চেড়াই কাঠ সহ গাড়ি উদ্ধার করে বিশালগড় এসডিএফও পল্লব চক্রবর্তী।

তাছাড়া ঐদিনের অভিযানে ছিলেন বন দপ্তরের কর্মী সহ বিশালগড় থানার পুলিশ, সিআরপিএফ।জানা যায় কড়ুইমুড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে চেড়াই কাঠ সমেত একটি টিআর ০৫-১৫১২ নম্বরের একটি বলেরো গাড়ি উদ্ধার করে চড়িলাম ফরেস্ট অফিসে নিয়ে গিয়ে বাজেয়াপ্ত করে।বন দপ্তরের আধিকারিক তথা পল্লব চক্রবর্তী আসার পর এই দ্বীতিয় বড় সাফল্য।তবে চেড়াই কাঠের গাড়ির চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তিনি জানান বন দ্যস্যু কাউকেই ছাড়া হবে না। আগামী দিনেও এই অভিযান জাড়ি থাকবে।তাছাড়া আজ পালিয়েছে নিশ্চিত বনকর্মীরা তাদের জালে নিয়ে আসবে বলা আশা ব্যাক্ত করেছেন বিশালগড় এসডিএফও পল্লব চক্রবর্তী।

আগরতলায় এক অনুষ্ঠানে নতুন ভোটারদের পরিচয়পত্র বিলি করেন মুখ্যনির্বাচন কমিশনার। ছবি নিজস্ব।

গাজিয়াবাদের আইটিএস পরিদর্শন ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারী।। গাজিয়াবাদের আইটিএস আয়োজন করেছে ৫১জন ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক বিনিময় অনুষ্ঠান। গত ১১ জানুয়ারি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচী। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস ম্যানেজমেন্টের এই ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক দেবশ্রী মুখার্জি এবং নির্মাল্য দেবনাথ। তাদেরকে আইটিএস'র অধ্যাপক এবং শিক্ষার্থীদের সাথে মত বিনিময় করানো হয়। সে সাথে আইটিএস'র বিভিন্ন বিভাগ এবং ক্যাম্পাস পরিদর্শন করানো হয়। মূলত, ধারণা অনুভূতি, আবেগ, চিন্তাধারা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় এর জন্যই এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

Ministry of Culture
Government of India
G20

Inauguration of
Maharaja Birchandra Manikya
Visual Art Research Centre
Bimal kar and Chinmoy Roy Art Gallery (i , ii)
Dhiren Krishna Debbarman,
DR. Sumangal Sen
and Bipul kanti Saha Art Studio
13 January, 2023
Nazrul KalaKhetra, NERC / LKA
: Inaugurator :
Shri Jishnu Dev Varma
Hon'ble Deputy Chief Minister, Tripura.
: Chief Guest :
Shri Sushanta Chowdhury
Hon'ble ICA Minister, Govt. of Tripura.
:Guest of Honour :
Dr. P.K. Chakravarty
Secretary, Department of ICA
Shri Ratan Biswas
Director, Department of ICA
Shri Ramakrishna Vedala
Secretary, Lalit kala Akadami New Delhi
Shri Abhijit Bhattacharjee
Principal, I-C, Govt. College of Atr & Craft
Shri Suman Majumder
GC / EB / FC/ NERC Member Lalit kala Akadami New Delhi
ICA/D-1878/2022-23

On the Occasion of Birth Centenary of
Padma Shri Kala Rishi Baba Yogendra JI
7days Painting Exhibition
Tribute to Unsung Heroes
13 to 19 January, 2023
at Nazrul KalaKhetra, NERC / LKA
Every day 2.00pm to 7.00pm

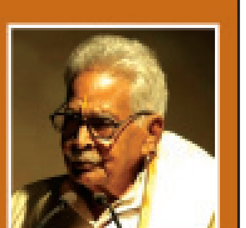

All are cordially invited
:Organised By:
North-East Regional Centre Lalit kala Akademy, Agartala
and ICA , Govt. of Tripura

যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যেও পালিত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/কল্যাণপুর/চড়িলাম, , ১২ জানুয়ারী।। স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১ তম জন্মদিন রাজ্যেও জাতীয় যুব দিবস হিসাবে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বিবেক নগর রামকৃষ্ণ মিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১ তম জন্মদিন উপলক্ষে রাজ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে স্বামীজীর জন্ম দিবস জাতীয় দিবস হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বিবেকনগরে রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১ তম জন্মদিবস উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আয়োজিত অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক ছাড়াও আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন স্বামীজি যুব সমাজের পথের দিশারী হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। স্বামীজীর চিন্তা ধারাকে পাথেয় করেই যুবসমাজ এগিয়ে চলেছে। তিনি ছিলেন একজন অন্যতম দেশপ্রেমিক। তার দিশাতেই আমাদের দেশ এগিয়ে চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় দেশ এগিয়ে চলায় পৃথিবীর মধ্যে ভারত অন্যতম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যুবসমাজকে বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। মেয়র বলেন স্বামী বিবেকানন্দ গোটা বিশ্বেই প্রাসঙ্গিক। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বিবেকানন্দের চিন্তাধারার যত বিস্তার ঘটানো যাবে ততই সমাজ, দেশ ও রাজ্য এগিয়ে যাবে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আজ ১৬১ তম জন্মদিন। এই দিনটি গোটা রাজ্যের সাথে কল্যাণপুরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। সোমবার সকালে কল্যাণপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে কল্যাণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়। ছিলেন কল্যাণপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম এর সভাপতি চন্দন মজুমদার,দুলাল চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। এই দিনটি আবার রাজ্য সরকার যুব দিবস হিসাবে ও ঘোষণা করেছেন। অপরদিকে কল্যাণপুর ব্লক যুব কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে কংগ্রেস ভবনের সামনে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন যুব কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দরা। এর পাশাপাশি কল্যাণপুর হাসপাতালের রোগী এবং কল্যাণপুর অগ্নি নির্বাপক কর্মীদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়। ছিলেন ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি উদ্ধভ বিশ্বাস, সোমেন গোপ, শুভঙ্কর শীল সহ অন্যান্য। এই দিনটি অনেকেই নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করেছেন।

বৃহস্পতিবার নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গোটা দেশের সাথে সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন স্থানে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১ তম জন্মজয়ন্তী ও জাতীয় যুব দিবস পালিত হয়।বিশালগড় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে স্বামীজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় বিশালগড় স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।উক্ত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য অধিকর্তা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।